শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

প্রথম খণ্ড

(মর্ম্মানুবাদ)

শ্রীঅনন্ত দাস

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদ প্রণীত—

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

প্রথম খণ্ড

(মর্ম্মানুবাদ)

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী—

শ্রীঅনন্ত দাস

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯০

বসন্ত পঞ্চমী

প্রচারানুকূল্যে দেয় ভিক্ষা

প্রকাশক—

শ্রীঅনন্ত দাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দির

ব্রজানন্দ ঘেরা, পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা (উ০প্র০)।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅনন্ত দাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র মন্দির

ব্রজানন্দ ঘেরা, পোঃ রাধাকুণ্ড

জেঃ মথুরা (উঃ প্রঃ)।

মহান্ত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাসজী মহারাজ

৪২ নং কেশীঘাট, ঠোর।

পোঃ বৃন্দাবন, জেঃ মথুরা (উঃ প্রঃ)

শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী (ভক্তি-বাচস্পতি)

গায়ত্রী মন্দির

পোঃ ঝালদা, জেঃ পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

প্রিণ্টার—

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সরকার

শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেস

লীলা ধাম

মথুরা রোড, বৃন্দাবন (উ০প্র০)।

উৎসর্গ

যিনি কৃপা রজ্জুর সাহায্য দানে পুতিগন্ধময় বিষয় গর্ত্তে নিপতিত
মাদৃশ জীবাধমকে উদ্ধার করতঃ স্বীয় পাদকল্পতরুর ছায়ায়
আশ্রয় দিয়া দীক্ষা শিক্ষাদি দানে কৃতার্থ করিতে
সক্ষম—যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম গলিত কৃপা **মকরন্দের**
মত্ততা মাদৃশ বিষয়ের কীটকেও **শ্রীশ্রীব্রজধাম**
আশ্রয়ের সৌভাগ্য দান করিতে **সুদক্ষ—যিনি**
অপূর্ব্ব করুণালোকে অবিদ্যা নিমীলিত অজ্ঞান
তমসাচ্ছন্ন চক্ষু উন্মীলিত করাইয়া মাদৃশ
জীবাধমকেও ব্রজাশ্রয়ী মহাভাগবতগণের
সেবার সৌভাগ্য দানে ধন্যাতিধন্য
করিতে পরম সমর্থ, সেই মদীয়
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্য-
লীলা প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ
১০০৮ শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী
দাস বাবাজী মহারা-
জের শ্রীকর কমলে
এই শ্রীগ্রন্থ দীন
দাসাভাস
কর্ত্তৃক
পরম ভক্তিভরে
সমর্পিত হইলেন।

শ্রীচরণাশ্রিত
দীন—**শ্রীঅনন্ত দাস**

শ্রীশ্রীগৌর বিধুর্জয়তি

ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অতি সরস হৃদয়গ্রাহী পৌরানিক উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত মাধুরী প্রকাশে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদ কৃত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' অদ্বিতীয়। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৪।২০) লিখিয়াছেন—

"শ্রীমৎ প্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্ব্বা ভাগবতামৃতে।
ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী ॥"

অর্থাৎ আমার প্রভু শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদ স্বীয় শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত নামক গ্রন্থে ভক্তিসিদ্ধান্ত মাধুরী অতি গূঢ়া হইলেও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদও লিখিয়াছেন—

"সনাতন কৈলা গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥" (চৈঃ চঃ)

ভক্তি, ভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অতি গূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রীগ্রন্থে প্রকাশিত। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সিদ্ধান্তাবলী অতি রহস্যপূর্ণ বলিয়াই শ্রীল গ্রন্থকৃৎপাদ স্বয়ং ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন, গ্রন্থ বৈশিষ্ট্যের ইহাও অন্যতম কারণ।

খুব সম্ভবতঃ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদ 'গূঢ়া ভক্তি সিদ্ধান্ত' বলিতে ব্রজের রাগভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতে রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির নামোল্লেখ নাই, কিন্তু শ্রীল গ্রন্থকৃৎপাদ ইহার দিগ্‌দর্শিনী নাম্নি টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"ভক্তির্যা নিখিলার্থবর্গ জননী যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতে-
রানন্দাতিশয়প্রদা বিষয়জাৎ সৌখ্যাদ্বিমুক্তির্যয়া।
শ্রীরাধারমণং পদাম্বুজযুগং যস্যা মহানাশ্রয়ো,
যা কার্য্যা ব্রজলোকবৎ গুরুতর প্রেম্নৈব তস্যৈ নমঃ॥"

"অর্থাৎ যে ভক্তি নিখিল পুরুষার্থ বর্গের জননী, যিনি আশ্রয়ীকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষাও সমধিক আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় অনিত্য বিষয়সুখ হইতে সত্ত্বই বিমুক্তি লাভ করা যায়, শ্রীশ্রীরাধারমণের পদাম্বুজ যুগলই যাঁহার প্রধানতম আশ্রয় এবং ব্রজবাসীগণের ন্যায় গুরুতর (পরমাবেশময়ী) প্রেম সহকারে যাঁহার অনুশীলন করিতে হয়, সেই ভক্তি দেবীকে নমস্কার।"

এখানে "যা কার্য্যা ব্রজলোকবৎ গুরুতর প্রেম্নৈব" এই বাক্যে রাগানুগা ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই রাগভক্তির গূঢ়সিদ্ধান্ত মাধুরী অতি সুকৌশলে আখ্যায়িকা মুখে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্কাদিত্য এবং বিষ্ণুস্বামী কাহারো গ্রন্থে রাগভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির বিষয় উল্লেখ

আছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কৃত দশশ্লোকী গ্রন্থে ৯ম শ্লোকে লিখিত আছে—

"কৃপাস্য দৈন্যাদি যুজি প্রজায়তে
যয়া ভবেৎ প্রেম বিশেষ লক্ষণ।
ভক্তিঃ হ্যনন্যাধিপতেঃ মহাত্মনঃ
সা চোত্তমা সাধন রূপিকাপরা ॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে যে ভক্তি লাভ হয় তাহা প্রেম লক্ষণা উত্তমাভক্তি বা সাধ্যা-ভক্তি। অন্য যে একটি ভক্তি আছে, তাহা সাধন রূপিকা বা সাধন ভক্তি। শ্রীজীব গোস্বামীপাদের মতেও ভক্তি দুই প্রকার—সাধন ভক্তি ও সাধ্যাভক্তি। "ভক্তিস্তাবদ্দ্বিবিধা সাধন রূপা, সাধ্যরূপা চ।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১ টীকা শ্রীজীব পাদ)। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকার—"বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫)।

শ্রীনিম্বার্ক যে ভক্তি দুই প্রকার বলিয়াছেন, তাহা সাধন ভক্তি ও সাধ্যাভক্তি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মতে সাধ্যা ভক্তিরই নামান্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তি। তিনি সাধন ভক্তি যে দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা (বা অবিহিতা) ইহা বলেন নাই। কিন্তু দশশ্লোকীর টীকাকার শ্রীহরিব্যাস দেবজী দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—সাধনভক্তি দুই প্রকার (১) বিধিভক্তি (২) রুচিভক্তি। তিনি রাগানুগা ভক্তির নামোল্লেখ করেন নাই। দশশ্লোকীর তৎকৃত টীকায় স্থলবিশেষে লিখিত আছে যে, ভক্তি দুই প্রকার (১) বিহিতা (২) অবিহিতা।

কিন্তু নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণের বলে আমাদের মনে হয় শ্রীহরিব্যাস দেবজী শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের (এবং সম্ভবতঃ শ্রীজীব গোস্বামী পাদেরও) পরবর্ত্তী। শ্রীহরিব্যাস দেবের গুরু শ্রীভট্ট কৃত যুগল শতক গ্রন্থ ১৬৫২ সম্বৎ অর্থাৎ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এবং শ্রীজীব গোস্বামীপাদের গোপাল চম্পূ উত্তর খণ্ড ১৫১৪ শকে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রচিত। সুতরাং সম্ভবতঃ শ্রীহরিব্যাস দেবজী শ্রীজীব গোস্বামী পাদের পরবর্ত্তী বা কিঞ্চিৎ সম সাময়িক হইবেন। শ্রীজীব গোস্বামী পাদের মতেও রাগানুগা-ভক্তির নামান্তর অবিহিতা ভক্তি।

শ্রীবোপদেব কৃত মুক্তাফল গ্রন্থে পাওয়া যায়, ভক্তি দ্বিবিধা—বিহিতা ও অবিহিতা। বোপদেব খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ গ্রন্থের টীকার স্থল বিশেষে লিখিত আছে—"ইতি শ্রীধরঃ"। সুতরাং বোপদেব শ্রীধর স্বামীর পরবর্ত্তী।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের গ্রন্থে পুষ্টি ভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহার নামান্তর শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের মতে রাগানুগা ভক্তি। শ্রীবল্লভাচার্য্য তৎকৃত 'তত্ত্বদীপ নিবন্ধ' গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস বিষ্ণুস্বামীর মতানুবর্ত্তী শ্রীবল্লভাচার্য্য। যাহা হউক কলি পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণানুগ শ্রীমৎ রূপ সনাতনাদি গোস্বামীপাদগণই রাগ ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির সুস্পষ্ট সন্ধান দিয়াছেন।

পূর্ব্ব খণ্ডে শ্রীল গ্রন্থকৃৎপাদ মিশ্রাভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির চরম পরিপাক ব্রজের রাগভক্তি

পর্য্যন্ত ভক্তির বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধান্ত সমূহ বিভিন্ন স্বরূপের উপাসক ভক্তগণের আখ্যায়িকা দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতি ভক্তই ভক্তির প্রাণবস্তু দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত স্বদোষ রাশির উদ্ঘাটন ও উৎকৃষ্টতর ভক্তিরস পাত্রের স্তুতিবাদ মুক্ত কণ্ঠে গান করিয়াছেন। এইরূপে ভক্তগণের ভক্তি পারিপাট্যের মধ্য দিয়াই শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির গূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রীগ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ন্যায় এমন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই, ইহাতে একাধারে লীলা, ভাব, রস, সিদ্ধান্ত, এককথায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাবতীয় তথ্যই নিহিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীগ্রন্থের মহিমা স্বপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় প্রোজ্জ্বল—সুতরাং নূতন করিয়া ভুমিকার কোন প্রয়োজন নাই।

মদীয় পরমারাধ্য শ্রীমৎ গুরুমহারাজ ইচ্ছা করিয়াছিলেন —যদি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের কোন সরল সুখবোধ্য মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত হয়, তবে সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনের পক্ষেও বৃহদ্ভাগবতামৃতের রহস্যানুভব কিছু সুগম হইতে পারে। তিনি আমার নিকট তাঁহার এই মনোভাব প্রকাশ করেন এবং মাদৃশ অযোগ্য দাসাধমের প্রতি এই আজ্ঞা পালনের ভার দেন। তাঁহাব কৃপাদেশে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে—তিনি শীঘ্র ইহা প্রকাশের জন্য খুব ব্যগ্র হইয়া পড়েন, এবং স্বয়ং শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী ভজনবিজ্ঞ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জয় নিতাই দাস বাবাজী মহারাজের নিকট পাণ্ডুলিপি সংশোধনের নিমিত্ত প্রদান করেন।

পরম করুণ শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজও পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। ভজনানুভবী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোপাল দাস বাবাজী মহারাজ (জীব গোস্বামী ঘেরা), আমার পরম সুহৃদ্ ও ভজনোপদেষ্টা শ্রীমৎ মদন মোহন দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী মহানুভাবগণও শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের আজ্ঞাপ্রদান করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রাত্যহিক শ্রীবৈষ্ণব সেবার অপরিহার্য্য নিয়মে আবদ্ধ থাকার ফলে অন্যত্র গিয়া গ্রন্থ মুদ্রণের ভারাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা মাদৃশ জীবের পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। এমতাবস্থায় আমাদের ঐকান্তিক বান্ধব শ্রীযুক্ত শ্যামকান্ত বসাক মহাশয় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সেবাজ্ঞানে নিঃস্বার্থভাবে প্রুফ্ সংশোধনাদি গ্রন্থমুদ্রণের সমস্ত ভারাভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। বলিতে কি—একমাত্র তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হয়।

এই রূপে শ্রীবৃন্দাবনে গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হয়, বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া প্রথম ফর্ম্মা মুদ্রিত হয়। এদিকে শ্রীকুণ্ডে পরমারাধ্য শ্রীমৎ গুরুমহারাজের শ্রীঅঙ্গ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। শ্রীযুক্ত বসাক মহাশয় মুদ্রিত প্রথম ফর্ম্মা তাঁহার নিকট আনয়ন করিলে তিনি অসুস্থাবস্থায় মুদ্রিত ফর্ম্মা দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন। সম্পূর্ণ মুদ্রিত গ্রন্থ তাঁহার শ্রীহস্তে প্রদানের সৌভাগ্য আর ঘটিয়া উঠে নাই, সহসা

তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহারই কৃপাকল্পলতা প্রসূত শ্রীগ্রন্থের সিদ্ধান্ত কুসুমাবলীর নির্ম্মাল্য তাঁহার সন্তুষ্টির নিমিত্ত হউন—তদীয় পাদপদ্ম সমীপে সাশ্রুনেত্রে সকাতরে এই দীন দাসাভাসের ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

এ যাবৎ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সটীক মূলানুবাদ ও কেবলানুবাদ কয়েকটি সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছেন। এস্থলে আমাদের এই মর্ম্মানুবাদ প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় মূলানুবাদের সহিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত গুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। আখ্যায়িকার মূল অংশ অবিকৃত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গুলি বন্ধনীর (   ) মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল উদ্দেশ্য (ব্রজভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদন) সিদ্ধির পথে সর্ব্বত্র যথাযথ মূলের অনুবাদও গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

যদি কোন পাঠক পাঠিকা ইহা হইতে কিছু মাত্রও উপকৃত হন, তবে এই দীনাতিদীনের ক্ষুদ্র প্রয়াস সর্ব্বাংশে সার্থক হইবে। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাকণাপ্রাপ্ত হইলে উত্তরখণ্ডও এই ভাবে সিদ্ধান্ত সন্নিবেশের সহিত প্রকাশের প্রবল বাসনা রহিল।

ইতি

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কৃপাকণা প্রার্থী

দীনাতিদীন—**অনন্ত দাস**

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

প্রথম অধ্যায় (ভৌম)।

দ্বিতীয় অধ্যায় (দিব্য)।

তৃতীয় অধ্যায় (প্রপঞ্চাতীত)।

পত্রাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায় (ভক্ত)।

পঞ্চম অধ্যায় (প্রিয়)।

ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রিয়তম)।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় (ভৌম)

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

শচীতনুজ-গৌরচন্দ্র-ভক্তবৃন্দ-তোষকং
স্বকীর্ত্তিবর্দ্ধনং সমস্ত সাধুভিঃ সভাজিতম্।
সদৈব রাধিকা-বরাঙ্ঘ্রি পঙ্কজালিমানসং
ভজাম্যহং মহাশয়ং কৃপাম্বুধিং সনাতনম্॥

একদা পরীক্ষিৎ নন্দন শ্রীজনমেজয় মহামুনি জৈমিনির নিকট অদ্ভুত ভারতাখ্যান শ্রবণ করতঃ উহার শেষ ভাগ-শ্রবণে সমুৎসুক হইয়া শ্রীজৈমিনির প্রতি কহিলেন—হে ব্রহ্মণ! আমি মহর্ষি বৈশম্পায়নের নিকট ভারতশ্রবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই তাহা আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই ভারতের শেষ ভাগও মধুর রসদ্বারা সমাপন করুন। শ্রীজনমেজয়ের বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীজৈমিনি বলিলেন হে নৃপোত্তম! ভগবান ব্যাসদেব ভক্তিসমাধি যোগে শ্রীভগবান, ভক্তিদেবী ও শ্রীভগবানের মায়াশক্তির সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রত্যক্ষা-

নুভূতি দ্বারা শ্রীভগবানের মধুর রূপ, গুণ, লীলাদি-বর্ণনময় শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন এবং তদীয় তপঃফল সম্ভূত সন্তান শ্রীশুকদেব মুনি আত্মারাম এবং আপ্তকাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া সেই সুবৃহৎ শ্রীভাগবত আখ্যান অধ্যয়ন করেন। তিনিই গঙ্গাতটে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত প্রায়োপবেশনেরত আসন্নমরণ তোমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় সেই ভাগবত-কথামৃত পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন এবং পরা ভক্তির অধিকারী করেন।

মহারাজ পরীক্ষিতের স্বাভীষ্ট পরমপদ লাভের আর বিলম্ব নাই, মাতা উত্তরা স্বীয়নন্দন পরীক্ষিৎকে দর্শন করিয়া পুত্র শোকে অতিশয় অধীরা হইয়া পড়িলে মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতাকে আত্মস্বরূপের নিত্যতা ও জন্ম মরণাদির মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করাইয়া সান্ত্বনা দান করেন। শ্রীপরীক্ষিতের বচনে মাতা প্রবোধিতা হইয়া শোক পরিহার করতঃ আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি বলিলেন—হে বৎস! পরমহংস শিরোমণি শ্রীপাদ বাদরায়ণি তোমায় যে ভাগবতরসামৃত পান করাইয়াছেন, তাহার পরমোপাদেয় সারাংশ যদি আমায় কিঞ্চিৎ আস্বাদন করাও তাহা হইলে ধন্য হই।

শ্রীউত্তরার বাক্য শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ কহিলেন মাতঃ! আমার পরলোক গমনেরত আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীশুকদেবমুনি কথিত ভাগবতের পরম গোপনীয় অংশ শ্রীবৃন্দাবনের রহঃক্রীড়াখ্যান যদি সংক্ষেপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহার

কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে সক্ষম হই। তদুত্তরে মাতা উত্তরা বলিলেন বৎস! ইক্ষুর সারাংশ শর্করার ন্যায়, অথবা ক্ষীর সিন্ধুর সারাংশ অমৃতের ন্যায়, শ্রীপাদ বাদরায়ণি কথিত সমগ্র ভাগবতের পরম মধুর সারাংশ সযত্নে স্বীয় অনুভূতির সহিত বিচার পূর্ব্বক আমায় কিঞ্চিৎ আস্বাদন করাও।

শ্রীপরীক্ষিৎ মাতা উত্তরার উৎকণ্ঠা দর্শনে পরমানন্দে অধীর হইয়া মাতাকে শ্রীভাগবতের পরম মধুর সারতর অংশ শ্রবণ করাইবার মানসে কহিলেন-মাতঃ! যদিও আমার প্রয়াণকাল নিকটবর্ত্তী, এবং এ সময়ে আমি মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করিব মনে করিয়াছি, তথাপি আপনার প্রশ্নের মাধুরী আমায় মুখর করিতেছে। শ্রীগুরুদেব শ্রীল-বাদ-রায়ণির কৃপায় আপনার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ শ্রীভাগবতামৃত বর্ণন করিতেছি সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

হে মাতঃ! একদা তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘ মাসে মুনিশ্রেষ্ঠগণ সমবেত হইয়া শ্রীমাধব সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন, ইত্যবসরে তদ্দে-শের সম্পত্তিশালী এক বিপ্রবর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার মানসে পরিজন সহ তথায় আগমন করিলেন এবং একটি স্থান পরিষ্কৃত করিয়া সেখানে নানা উপচারে পরম শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত শাল-গ্রাম রূপী শ্রীভগবানের সেবা সমাপন করিলেন ও সেবা সমা-পনান্তর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীনদুঃখীকে সাদরে মহাপ্রসাদ সেবা করাই লেন। অবশেষে প্রসাদ ভোজন করতঃ সেইসমস্ত ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিলেন। পরে শালগ্রাম রূপী ভগবানকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে দেবর্ষি নারদ জগতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে মুনি

সমাজ হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বিপ্রবর ! আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপাপাত্র। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্র কহিলেন হে মুনে , আমাতে আপনি ভগবৎ কৃপার কি লক্ষণ দেখিলেন ! যদি ভগবৎ কৃপা পাত্র দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন , তবে দক্ষিণ দেশে যে এক মহাভক্ত মহারাজ বিরাজিত তাঁহার নিকট গমন করুন। তাঁহার সপরিবারে অপূর্ব্ব কৃষ্ণসেবা, সাধুসজ্জনের সেবা, অতিথিসৎকারাদি, মহাগুণাবলি দর্শনে সত্যই আপনি চমৎকৃত হইবেন।' শ্রীনারদ ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম কৌতূহল বশতঃ সেই মহারাজের নগরে গমন করিলেন এবং বিপ্রের বর্ণিত মহিমা অপেক্ষাও অধিকতর মহিমাবলি দর্শন করিলেন। তাঁহার রাজধানী মধ্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের বিচিত্র সেবা, নিত্য নব নব মহোৎসব, বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবসেবাদি কার্য্য হইয়া থাকে।

শ্রীনারদ পরমানন্দভরে মহারাজের নিকট গমন করতঃ কহিলেন , হে রাজন্ ! আপনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র আপনার সুশোভিত বৈভবসমূহ শ্রীভগবৎ সেবায় ও সজ্জনের সেবাদিতে নিয়োজিত। মহারাজ দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রশংসাশ্রবণে লজ্জানমিত মস্তকে কহিলেন হে দেবর্ষে ! আমরা মানব আমাদের আয়ু স্বল্প ; আমরা ত্রিতাপ জ্বালায় পীড়িত ; অতএব মাদৃশ জীবের মধ্যে কৃষ্ণকৃপা কোথায় ? যদি কৃষ্ণকৃপা দেখিতে ইচ্ছা করেন , তবে স্বর্গে দেবতাগণের নিকট গমন করুন— তাঁহারা অমৃতপানে জরা-মৃত্যু প্রভৃতি জয় করিয়াছেন। তাঁহা-

দের মধ্যে আবার ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বিষ্ণু বামন রূপে তাঁহার কণিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়াছেন।

(এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভক্তি শব্দে সেবা বুঝায়, মানবের-বাসনা অনুসারে ঐ সেবাটি কোথাও ভগবৎসুখৈক-তাৎপর্যামরী কোথাও বা স্বসুখতাৎপর্য্যময়ী হইয়া থাকে। ভগবৎসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী অর্থাৎ ভগবানের সুখই যে সেবার একমাত্র লক্ষ্য, তাহার নাম শুদ্ধা ভক্তি এবং স্বসুখতাৎপর্য্যময়ী সেবার নাম বিদ্ধা ভক্তি। সেই বিদ্ধা ভক্তি আবার কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগমিশ্রাদি ভেদে বহুবিধ হইয়া থাকে, এ যাবৎ যে সেবা বা ভক্তির কথা বলা হইল তাহা কর্ম্মমিশ্রা বা আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি।* অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হইয়াছে। শুদ্ধা বা নিগুর্ণা ভক্তির স্বরূপ বা ক্রমোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার মানসেই শ্রীগ্রন্থকার প্রথমতঃ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠানরত প্রয়াগদেশাধিকারী ব্রাহ্মণাদিকে কৃষ্ণকৃপা পাত্র রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।)

---

* অরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা (শুদ্ধা বা নিগুর্ণা) ভক্তির লক্ষণ ও ভেদ ভক্তিসন্দর্ভ ২১৭ অনুচ্ছেদে শ্রীমৎ জীবগোস্বামীপাদ বিশদ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ১০০৮ শ্রীমৎকুঞ্জবিহারী দাস বাবাজীমহারাজ কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির (শ্রীরাধাকুণ্ড) হইতে প্রকাশিত "পরতত্ত্ব সাম্মুখ্য" নামকগ্রন্থে ভক্তিসন্দর্ভ অবলম্বনে উক্ত ত্রিবিধা ভক্তির সংজ্ঞা ও ভেদ বিচার ব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় (দিব্য)

দেবর্ষি নারদ মহারাজের কথা শুনিয়া স্বর্গে গমন করতঃ দেবসভায় দেবতাবৃন্দ পরিবৃত শ্রীবামন দেবকে দর্শন করিলেন। দেবগণ বিচিত্র স্বর্গীয় উপচার দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং শ্রীভগবানও অপূর্ব্ব বচনামৃত রসসেচনে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র বামন দেবের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ কৃত উপকার সমূহ বর্ণন করিতে করিতে নয়ননীরে ভাসিতেছেন। যথাবসরে ভগবান্ বিষ্ণু নিজাবাসে গমন করিলে পর শ্রীনারদ ইন্দ্রের নিকট সমাগত হইয়া আশীর্ব্বাদপুরঃসর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন— হে দেবরাজ! তুমিই শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপাপাত্র। তুমি বিপুল স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার কণিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তোমার সম্মান করিতেছেন।

ইন্দ্র দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া সলজ্জভাবে বলিলেন, হে মুনে! আপনি কি আমায় উপহাস করিতেছেন? এই স্বর্গরাজ্য যে কত বিপদসঙ্কুল তাহা কি আপনি জানেন না, কতবার অসুরের উপদ্রবে বিপন্ন হইয়া আমাদিগকে কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। স্বর্গে স্পর্দ্ধা অসূয়াদি দোষও বিদ্যমান, আর ভগবান্ বামনদেব যে আমার কণিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমার ভক্তির অধীন হইয়া নহে, আমার মাতা-পিতার তপস্যার জন্যই তাঁহাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আগ্রহেই আমার প্রদত্ত পূজাদি গ্রহণ করিয়া

থাকেন। তাহাও সকল সময়ের জন্য নহে, ক্ষণেক দর্শন দিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া থাকেন।

হে মুনে! আপনি যদি ভগবৎ কৃপাপাত্র দর্শন করিতে চাহেন, তবে আপনার পিতা শ্রীব্রহ্মার নিকট গমন করুন। তাঁহার একদিনে মাদৃশ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তাঁহার রাত্রি ও সেই পরিমিত; এইরূপ অহোরাত্রে শতবৎসর তাঁহার পরমায়ু। এই লোকসকলের তিনিই স্রষ্টা। ভগবান্ সহস্রশীর্ষা পুরুষ সাক্ষাৎ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার মহিমা আমা অপেক্ষাও আপনি সবিশেষ অবগত আছেন, অতএব আমি আর কি বলিব?

পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে মাতঃ! ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে করিতে সত্যলোকে গমন করিলেন এবং দূর হইতেই যজ্ঞের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান সহস্র-শীর্ষা পুরুষ লক্ষ্মীদেবী সহ যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মাকে পরম আনন্দ দান করিতেছেন। যথাবসরে লক্ষ্মীসহ শ্রীভগবান নিজাবাসে গমন করিলে পর শ্রীব্রহ্মা নিজ আসনে উপবেশন করতঃ শ্রীকৃষ্ণমহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনে পরম আবিষ্ট হইয়া অশ্রুধারা মোচন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শ্রীনারদ নিজপিতা ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন — হে পিতঃ! আপনি নিশ্চয়ই শ্রীহরির পরম অনুগ্রহ ভাজন; আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি-পালনাদি কার্য্য করিয়া

থাকেন। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থের ও তত্তৎ সাধনসমূহের জ্ঞাপক বেদপুরাণাদি আপনার চতুর্ম্মুখ হইতেই নির্গত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভগবান সাক্ষাৎ আপনার ভক্তিবশ্যতা হেতু যজ্ঞভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। হে পিতঃ, আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ই বা বলি কেন, আপনি সেই শ্রীকৃষ্ণই, সৃষ্টি প্রভৃতি লীলার জন্য এই কলেবর ধারণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা শ্রীনারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "আমি তাঁর দাস" "আমি তাঁর দাস" এই কথা বার বার বলিতে বলিতে যেন ঈষৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আক্ষেপের সহিত স্ব-পুত্র নারদকে বলিতে লাগিলেন— হে নারদ! আমি ভগবান্ কৃষ্ণ নহি একথা তোমায় বাল্যকাল হইতেই বার বার প্রমাণ ও যুক্তির সহিত বুঝাইয়া বলিয়াছি, নিশ্চয়ই তোমার তাহা মনে আছে (শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি মহামায়া এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি-সংহারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি সেই মায়ায় মোহিত হইয়া নিজকে জগতের স্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বদা কালভয়ে ভীত হইয়া মুক্তি কামনায় ভগবৎ পূজা করিয়া থাকি, ভক্তির জন্য নহে এবং প্রভু ভগবানও যে আমার প্রদত্ত যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও কেবল নিজ আজ্ঞা রূপ বেদবাণী প্রচারার্থ বা বেদবাক্য রক্ষার জন্যই; আমার প্রতি অনুগ্রহ জন্য নহে।

হে নারদ, আমার ভক্তির কথা দূরে থাকুক, আমি

তাঁহার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, সেই চিন্তায় নিরবধি আমার চিত্ত ব্যাকুল। দুষ্ট হিরণ্যকশিপু আমার বরে বলীয়ান্ হইয়াই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্রোহ করিয়াছিল। প্রভু স্বীয় ভক্ত শিরোমণি প্রহ্লাদকে কৃপা করার জন্য শ্রীনৃসিংহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমায় আদেশ করিয়াছিলেন, "হে ব্রহ্মন্! দুষ্ট অসুরদিগকে এরূপ বর দিও না।" তবুও আমি রাবণাদিকে সেই রূপ বর দিয়াছি তাহারাও সেই রূপ আমার বরে উদ্ধত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্রোহ করিয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজের প্রতি দ্রোহও সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের প্রতি বিদ্রোহ কখনই সহ্য করেন না। যেহেতু আমি তাঁহার ভক্ত বিদ্রোহের হেতু হইয়া-মহাঅপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছি।

হে নারদ, মনে করিয়া দেখ, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপবালক ও গো-বৎসগণকে হরণ করিয়া কত অপরাধ করিয়াছি, সেই মায়াপতির প্রতি মায়া দেখাইতে গিয়া যে ন্যক্কারজনক কার্য্য করিয়াছি, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলেও লজ্জায় মস্তক নমিত হইয়া যায়।

নারদ! তুমি আজ ভগবৎ কৃপা পাত্র অন্বেষণ তৎপর, অতএব তোমায় একটি রহস্য কথা বলি—এই জগতে শ্রীমন্ মহাদেবের ন্যায় শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র আর কেহই নাই। যিনি শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দের মকরন্দ রসপানে উন্মত্ত হইয়া হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে জগতকে প্রকম্পিত করিতেছেন, তিনি ইন্দ্রাদির এবং আমারও বরদাতা। অধিক কি, তিনি শ্রীকৃষ্ণ

হইতে অভিন্ন তত্ত্ব। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের ভেদদৃষ্টি মহাদোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। সমুদ্র-মন্থনকালে শ্রীভগবান শ্রীমন্ মহাদেবকে বিশ্বসংহারক কালকূট পান করাইয়া তাঁহার মহা-মহিমাবলি জগতে ঘোষণা করিয়াছেন।

পরীক্ষিৎ বলিলেন মাতঃ! ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ হর্ষভরে কৈলাসে গমন করিতে উৎসুক হইলে ব্রহ্মা নিজ-পুত্র নারদকে পুনরায় কহিলেন—হে বৎস! এই ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে যে শিবলোক বিরাজিত, তাহা নিত্য সুখময় ও সত্যস্বরূপ। তুমিও ভক্তিবলে সেই স্থানে যাইতে সমর্থ, অতএব তথায় গিয়া মহাদেবের মহা-মহিমারাশি দর্শন কর।

নারদ ব্রহ্মার নিকট সদা-শিবের মহিমা শ্রবণ করতঃ "শিব কৃষ্ণ" কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে শিবলোকে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় (প্রপঞ্চাতীত)

শ্রীনারদ শিবলোকে সমাগত হইয়া দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন শ্রীশিব ভাবাবিষ্ট চিত্তে শ্রীসঙ্কর্ষণের অর্চ্চনা করিতেছেন, পরম ভক্তিভরে স্তব করিতেছেন এবং কখনও বা অপূর্ব্ব ভাবাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নৃত্যের তালে তালে শ্রীউমা-দেবী করতালি দিয়া তাঁহার উল্লাস বর্দ্ধন করিতেছেন ও নন্দী-শ্বরাদি অনুচরবর্গ "জয় জয়" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সাধুবাদ

প্রদান করিতেছেন। (শ্রীশিবের সঙ্কর্ষণ আরাধনার বিষয় শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত আছে)। শ্রীনারদ শ্রীশিবের ভক্তিরসময় মূর্ত্তি দর্শনে পরমানন্দে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ কহিলেন—হে দেবাদিদেব! আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগ্রহ-ভাজন। এই কথা বলিয়া নারদ বীণাযোগে সুস্বরে ব্রহ্মার কথিত শিব মহিমাবলি গান করিতে লাগিলেন। অবশেষে নারদ শ্রীশিবের পাদপদ্মরেণু স্পর্শকামনায় সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীশিব দেবর্ষিকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে নারদ একি করিতেছ! অতঃপর তিনি নারদের সম্ভাষণরসে নৃত্যাদি ত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীনারদ তাঁহার জগদীশ্বরত্ব-প্রতিপাদক মহিমারাশি গান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশঙ্কর নারদের তাদৃশ বাক্যাবলি শ্রবণ করতঃ নিজ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্ব্বক সক্রোধে কহিলেন—হে নারদ! আমি জগদীশ্বর নহি বা শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপাত্রও নহি; আমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাসের অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র।

পরীক্ষিৎ কহিলেন মাতঃ! শ্রীনারদ শ্রীশিবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীশিবের যে অভেদ স্তুতি করিতে-ছিলেন সসম্ভ্রমে তাহা ত্যাগ করিয়া অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে কহিলেন—হে দেব! বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দুর্গম মহিমা আপনিই অবগত আছেন ও স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক তাদৃশ মহিমা জগতে প্রচার করিয়া থাকেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কতবার আপনার আরাধনা করিয়া আপনার মহামহিমা জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীশিব লজ্জায় নারদের মুখ আচ্ছাদন করিলেন ও কহিলেন—তুমি আর আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিও না। পুনরায় উচ্চহাস্য করিতে করিতে কহিলেন হে নারদ—দেখ, আমার প্রভুর মহিমা কি অপূর্ব্ব, আমি এতাদৃশ অপরাধী হইলেও তিনি আমায় উপেক্ষা করেন নাই।

শ্রীনারদ শ্রীশিবের ভক্তিরসময় বাক্য শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীনারদ কহিলেন —হে দেব! আপনার কোনও অপরাধের অবকাশই নাই, যেহেতু আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। অধিক কি, আপনার প্রসাদে অন্যান্য বহু ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আপনার ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্য-ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ঐসকল ঐশ্বর্য্য-সুখে অনাদর করতঃ নিরন্তর বিচিত্র ভগবন্নাম-কীর্ত্তনরসে দিগম্বর হইয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ মহাদেব কহিলেন, হে নারদ, তোমাদের ন্যায় সর্ব্বাভিমান ত্যাগী ভাগবত জনের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়, আর সকল অভিমানের মূলীভূত আমিই বা কোথায়! আমি লোকেশ, মুক্ত, জ্ঞানদাতা, ভক্তিদাতা এই সকল অভিমানে নিরন্তর মত্ত। শ্রীকৃষ্ণ অকিঞ্চনপ্রিয়, অতএব যাঁহারা সর্ব্বাভিমান ত্যাগ করতঃ সমস্তভয় বর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীহরির কৃপায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে নারদ! শ্রীবৈকুণ্ঠবাসীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ করুণা

বিরাজিত সেরূপ করুণা অন্যত্র কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বৈকুণ্ঠলোকে নিরন্তর প্রভুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি প্রেমামৃতবাহী বিবিধ ভজনব্যতীত অন্য কোনও চেষ্টাই নাই। সেস্থানে নিরন্তর পরমানন্দের অপূর্ব্ব হিল্লোল, যাহার এক কণার সহিত ব্রহ্মানন্দও তুলনীয় হয় না। নারদ! যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-প্রভাবে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে সাক্ষাৎ শ্রীহরির সেবানন্দ রসে নিরন্তর নিমজ্জমান, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব, কিন্তু মরলোকেও যাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ সাধ্য-সাধনে নিস্পৃহ হইয়া অর্থাৎ স্বর্গ, মোক্ষ, নরকাদিতে তুল্যদর্শী হইয়া শ্রীহরি চরণ সেবাপ্রাপ্তিই চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন, নিরন্তর কৃষ্ণভক্তি রসসুধা পানের প্রভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপগুণ লীলাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের ফলে তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহেই সচ্চিদানন্দরূপতা সিদ্ধ হইয়াছে।

(শ্রীমন্ মহাদেবের উক্তির মর্ম্ম এই যে, ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীশক্তি ও সম্বিৎশক্তির সাররূপা। যাঁহারা শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করতঃ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আবরণশূন্যা শুদ্ধাভক্তি যোগে শ্রীহরির ভজন করেন, শ্রীহরির কৃপায় চিৎরাজ্য হইতে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি ভক্তি, শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারে তাঁহাদের জড়ীয় মনবুদ্ধি-জিহ্বা-কর্ণ-চক্ষুরাদিতে উদিত হইয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদির জড়ত্ব ধ্বংস করতঃ সে গুলিকে চিন্ময় করিয়া তুলেন। এইভাবে ভজনের ক্রমপরিপাকে সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্রমশঃ জড়ত্বত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে। পার-

দের সহিত গন্ধকচূর্ণ সংমর্দ্দনের ফলে যেমন গন্ধকও পারদের স্বীয় আকার অপগত হয় এবং একটি নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাহার নাম কজ্জলী; ইহা গন্ধক ও পারদের ঐক্যাবস্থা, তদ্রূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনের ফলে ভক্তসাধকের প্রাকৃত মনোবৃত্তি সচ্চিদানন্দরূপা ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া স্বতঃই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; সাধকের মনোবৃত্তি ও ভক্তির ঐক্যাবস্থার নামই প্রেম। শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ে ভজনক্রিয়ার পরক্ষণ হইতেই ভজনের ক্রমপরিপাকে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে থাকে, যে পরিমাণে চিদ্বৃত্তি ভক্তির সহিত জড়ীয় মন, বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়াদির সংমিশ্রণ ঘটে, সে পরিমাণে আংশিক ভাবে সাধকের মনবুদ্ধির কিয়দংশে জড়ত্ব ও কিয়দংশে চিন্ময়ত্ব থাকে, এই অবস্থার পূর্ণতার নামই প্রেম। *

---

* এই প্রেম বা প্রীতিই হ্লাদিনীর সারবৃত্তি। মাধুর্য্যমুরতি ভগবৎবিগ্রহকে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত করা যেমন হ্লাদিনীর কার্য্য সেইরূপ সেই বিগ্রহের প্রতি ভক্তহৃদয়ে প্রীতি বা প্রেমের আবির্ভাব করানও হ্লাদিনীর কার্য্য। কারণ তাহা না হইলে হ্লাদিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ভগবান নিরবধি আনন্দস্বরূপ হইলেও স্বীয় স্বরূপানন্দ অনুভব করাইয়া জীবের জীবন সার্থক করিবার জন্য এবং স্বরূপানন্দ হইতেও চমৎকার স্বাদু ভক্তহৃদয়ের প্রেমানন্দ স্বয়ং আস্বাদন করিবার জন্য নিয়ত যে শক্তির পরিচালনা করিতেছেন, সেই স্বরূপশক্তির নামই হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং ভগবদানন্দ জীবকে অনুভব করাইবার জন্য হ্লাদিনী জীবহৃদয়ে যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেন তাহারই নাম প্রেম।

মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থের সপ্তম বৃষ্টিতে লিখিত আছে যে, ভগবৎরতি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্মাদির নমস্য। মহাদেব যে সব ভক্তের কথা বলিয়া-ছেন, তাঁহারা সিদ্ধ ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, মায়ার রাজ্যে ভক্ত নাই; কিন্তু মহাদেব বলিতেছেন যে, ভক্তগণ মায়ার রাজ্যে অবস্থিত হইলেও প্রপঞ্চাতীত। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির হরিবল্লভা প্রকরণে "হরিপ্রিয়জনে ভাবা দ্বেষাখ্যা নোচিতা ইতি" ইত্যাদি শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকার মর্ম্ম এইযে, সাধন অবস্থায় অন্তঃ করণে কোনও ভাগ্যক্রমে ভক্তির আবির্ভাব হইলে তাহা স্থায়ী থাকে না। এই সময়ে মনের মধ্যে যে ভক্তির আবির্ভাব তাহাতে মনের ও ভক্তির ঐক্য হয় না। অনেক সময়ে আধারের মধ্যে আধেয় রাখিলে তাহা একপ্রকার ঐক্য হইলেও ভক্তি ও মনের ঐক্য সেইরূপ নহে। ভক্তি ও মনের যথার্থ ঐক্য কোন সময়ে হয়? অগ্নির মধ্যে লৌহ রাখা মাত্রই তাহা অগ্নিবৎ পুড়াইতে পারে না, কিন্তু অনেক ক্ষণ লৌহ অগ্নিতে রাখিলে লৌহও অগ্নির একপ্রকার তাদাত্ম্য হয়, তখন লৌহ অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে পারে। সাধন ভক্তিতে আসক্তি অবস্থা পর্য্যন্ত মন এবং ভক্তির যথার্থ ঐক্য বা তাদাত্ম্য হয় না, আসক্তি ভূমিকার পর চিত্ত এবং ভক্তির ঐক্য হয়, তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব ধ্বংস ও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্তি হয়। লৌহের অগ্নিত্ব প্রাপ্তির ন্যায় গন্ধকচূর্ণ ও পারদেরও একপাত্রে স্থাপন মাত্রই ঐক্য প্রাপ্তি হয়না। লৌহের অগ্নিত্বলাভে যে ঐক্য হয়, পারদ এবং গন্ধকের

কজ্জলী ভাবপ্রাপ্তির সহিত তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও কিছু তারতম্য আছে। লৌহ অগ্নির মধ্যে থাকিয়া অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও জলে দেওয়া মাত্র পুনরায় লৌহত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কজ্জলী আর কোনও অবস্থাতেই পারদ এবং গন্ধকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ ভক্তির সহিত মনোবৃত্তির পূর্ণ সংমিশ্রণে অন্তঃ-করণ আর জড়ত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, অতএব গন্ধক ও পারদের দৃষ্টান্ত অধিকতর সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীউজ্জ্বলের পূর্ব্বোক্ত টীকায় আসক্তির পর রতি-অবস্থায় চিত্তের সম্পূর্ণ প্রাকৃতত্ব ধ্বংস এবং চিন্ময়ত্ব প্রাপ্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীভাগবতে "জ্ঞানং বিশুদ্ধং" ইত্যাদি (৫।১২।১১) শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের টীকায় স্পষ্ট লিখিত আছে যে, রতি অবস্থায় চিত্তের সগুণত্ব ধ্বংস এবং নির্গুণত্ব লাভ হইয়া থাকে। প্রেম ভূমিকায় তাহা আরও দৃঢ় হয়। রতি ভূমিকায় চিত্ত নির্গুণ বা চিন্ময় হইলেও দেহ চিন্ময় হয় না, কিন্তু শ্রীমন্ মহাদেব যে নারদের নিকট পাঞ্চভৌতিক দেহের সচ্চিদানন্দ রূপতার কথা বলিয়াছেন তাহা ভক্তের প্রেমভূমিকা লাভেই হওয়া সম্ভবপর। জাতরতি ভক্তকে সাধক বলে কিন্তু জাতপ্রেম ভক্তকে সিদ্ধ ভক্ত বলা হইয়া থাকে, তখন যে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা লাভ করিবে তাহা বিচিত্র নহে।)

শ্রীশিব নারদের প্রতি কহিলেন, হে দেবর্ষে! তাদৃশ ভক্ত শ্রীভগবানের ন্যায় আমার প্রিয় এবং তাঁহাদের সঙ্গও আমার প্রার্থনীয়।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন, মাতঃ! শ্রীনারদ শ্রীশিবের নিকট বৈকুণ্ঠ-বাসী ভক্তগণের অপার মহিমাবলি শ্রবণ করতঃ বৈকুণ্ঠগমনে উদ্যত হইলে শ্রীশিব তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধীরে ধীরে নারদের কর্ণে একটি রহস্যময় কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীশিব কহিলেন, হে নারদ! আজ তুমি শ্রীকৃষ্ণকৃপাভর পাত্র অন্বেষণ তৎপর, তাই তোমার নিকট একটি সুগোপ্য কথা বলিতেছি; এই জগতে আমি, তোমার পিতা; গরুড়াদি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভরপাত্র বলিয়া শ্রীপ্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ, অতএব শ্রীপ্রহ্লাদই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। হে নারদ! পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ সেই ভগবদ্‌বাণী স্মরণ করিয়া দেখ—"আমিই যাঁহাদের পরম গতি, সেই সকল সাধুভক্ত ব্যতীত আমি লক্ষ্মীকে, এমনকি আমার শ্রীমূর্ত্তিকেও স্পৃহা করি না।" অতএব সেই অনন্যগতি ভক্তগণের মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল ভক্তের মধ্যেও আবার শ্রীপ্রহ্লাদের ভাগ্য তর্কের অগোচর। প্রহ্লাদের সৌভাগ্য হিরণ্যকশিপুর বধকালে লক্ষ্মীর সহিত আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই পরম উগ্র নৃসিংহরূপের তেজে সারা বিশ্ব দগ্ধ হইতেছিল, আমরা কেহই সেইরূপের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি নাই; এমন কি, লক্ষ্মীদেবীও ভয়ে সেইরূপের সমীপে যাইতে সমর্থা হন নাই। সে সময়ে পরম ভক্ত প্রহ্লাদের দর্শনেই সেই মহা উগ্ররূপকে ঘনী-ভূত বাৎসল্য রসের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে পরিণত হইতে দেখিয়াছি।

হে নারদ! শ্রীভগবান মুক্তি দিতে চাহিলেও শ্রীপ্রহ্লাদ

তাঁহার নিকট কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদের মহামহিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীবিষ্ণু বার বার তাঁহাকে মুক্তিদানে আগ্রহ করিয়া ছিলেন। অতএব পুনঃ পুনঃ মুক্তি প্রত্যাখ্যানের দ্বারা ভক্তি বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠার ভাবই সূচিত হইয়াছে। আবার বলির দ্বারে যে ভগবানের দ্বারপালরূপে স্থিতি এবং দুষ্ট বাণাসুরের রক্ষণ, ইহাও তদীয় মহাপ্রিয়তম প্রহ্লাদের অপেক্ষাতেই বুঝিতে হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র সুতলে গমন পূর্ব্বক শ্রীপ্রহ্লাদের দর্শনে আনন্দ লাভ কর। কিন্তু তাঁহার নিকট গিয়া যেন ভ্রমবশেও তাঁহাকে স্তুতি প্রণতি করিও না, তিনি সজ্জনাগ্রণী—আমাদের কৃত স্তুতি প্রণতি সহ্য করিতে পারেন না। অতএব যদি আনন্দ লাভ করিতে চাও তবে আশীর্ব্বাদ সহকারে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আলিঙ্গন করিবে এবং আমারও আলিঙ্গন জানাইবে।

(এস্থলে বোদ্ধব্য— শ্রীমন্ মহাদেব যে গরুড়াদি নিত্য-পার্ষদগণ অপেক্ষাও শ্রীপ্রহ্লাদের উৎকর্ষ বর্ণনা করিলেন, তাহার কারণ ভক্ত যেমন শ্রীভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন শ্রীভগবানও তদ্রূপ ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের প্রেমবর্দ্ধনের জন্য পার্ষদগণ হইতেও অধিকতর স্বীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করাইয়া ভক্তকে আত্মদান করেন; এই নিয়মানুসারেই আধুনিক ভক্ত প্রহ্লাদের উৎকর্ষ। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে যদিও শ্রীব্রজগোপীগণই কৃষ্ণ কৃপাপাত্রের চরমসীমায় অবস্থিত, তথাপি ইন্দ্র ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা মহাদেবকে এবং মহাদেব

শ্রীপ্রহ্লাদকেই জগতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়াছেন এবং এর পরেও প্রত্যেকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ ভক্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন ; তাহার কারণ এই যে নিজের সমবাসন অর্থাৎ সমজাতীয় ভক্তি বাসনাযুক্ত অথচ নিজ হইতে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ভক্তের মহিমাই বুদ্ধির গোচর হওয়া স্বাভাবিক। নিজের অসমবাসন অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় ভক্তিবাসনা যুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারবোধের বহির্ভূত বলিয়াই প্রত্যেকে নিজ হইতে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ভক্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।)

চতুর্থ অধ্যায়—(ভক্ত)

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ ! শ্রীনারদ শ্রীমন্ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রহ্লাদকে দর্শন করিবার মানসে মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্রই সুতলে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণবাগ্রণী শ্রীপ্রহ্লাদ তৎকালে নির্জ্জনে ভগবচ্চরণারবিন্দ ধ্যান রসে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ধ্যাননেত্রেই শ্রীনারদের আগমন বুঝিতে পারিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুনিবরের দিকে গমন করিতে না করিতেই শ্রীনারদ বেগভরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রনাম করিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ পূর্ব্ববৎ পুজা সম্ভার দ্বারা মুনিবরের অর্চ্চনা করিতে উদ্যত হইলে সসম্ভ্রমে মুনি উহা পরিহার করতঃ অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ শ্রীপ্রহ্লাদকে

আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ কহিলেন বৎস ! তুমিই শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা পাত্র, আজ তোমার দর্শনে আমার সকল শ্রম সার্থক হইল। অর্থাৎ আমি যে প্রয়াগ হইতে কৃষ্ণ কৃপাপাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে সুতল পর্য্যন্ত আসিয়াছি আমার এই ভ্রমনশ্রম সফল হইল। হে বৎস ! তোমার পিতা যে তোমার প্রতি নিদারুণ বিঘ্ন স্বরূপ সহস্র উপদ্রব বিধান করিয়াছিল, তুমি ভক্তি প্রভাবে সেই সকল উপদ্রবই জয় করিয়াছ। তোমার প্রভাবে তামস প্রকৃতি অসুর বালকগণও পরম ভাগবত হইয়াছে। ভগবান নরহরি স্বভক্ত দ্রোহজনিত মহাক্রোধে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে পরম ভীত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তুমি প্রভুর পাদমুলে পতিত হইবা মাত্রই তিনি স্বয়ং তোমায় উত্তোলন পূর্ব্বক তোমার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিয়া ছিলেন। হে পরম ভাগবত ! শ্রীভগবান তোমায় পরমপদ দিতে চাহিলে তুমি তাহা ত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু নিজ প্রভুর প্রীতি কামনায় রাজ্য স্বীকার করিয়াছ। ভক্তের হৃদয় কমল কোষে নিহিত প্রেমমধুই ভগবান-ভ্রমরের উপজীব্য ; তাই শ্রীভগবানের ইচ্ছা-কিরূপে জগতের সব প্রাণী তাঁহার চরণে প্রেমলাভ করিতে পারিবে ; অতএব লোক সকলের উদ্ধার কামনায় তোমার যে রাজ্য স্বীকার তাহাও ভগবৎ প্রীতি কামনাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। সুতরাং এই রাজ্যাদি স্বীকার তোমার পরমার্থের হানিকর হইতে পারে নাই। হে ভক্ত প্রবর ! তুমি যে শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছ তাহা

আর কি বলিব তোমার পৌত্র বলিও তোমারই প্রসাদে শ্রীভগবানকে বশীভূত করিয়া দ্বারপাল করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন মাতঃ! শ্রীপ্রহ্লাদ মুনিবরের বাক্যে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করতঃ কহিলেন হে গুরো! বাল্যকালে জ্ঞানেরই বিকাশ হয় না কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান কিরূপে পরিস্ফুট হইবে? আপনি যে সকল মহাগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ভক্তিনিষ্ঠ মহাপুরুষগণের এই সকল গুণ স্বাভাবিক, আমাতে এ সকল গুণ কোথায়? আমি বিঘ্নাকুল চিত্তে কেবল প্রভুর স্মরণ মাত্র করিয়া থাকি, তাহাতে যে আমি বিঘ্নাভিভূত হই নাই; এই লক্ষণ দেখিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বিশেষ অনুমান করা যায় না। যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলে তাহা তদীয় সেবকগণেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবচ্চরণে বিচিত্র সেবা সৌভাগ্য লাভই ভগবৎ কৃপার প্রকৃষ্ট লক্ষণ, কিন্তু বিঘ্ন হইতে রক্ষা বা অনর্থ নিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বিশেষের লক্ষণ নহে। যদি বলেন "শ্রীনৃসিংহদেব যে তোমায় লালনাদি করিয়াছেন, তাহাই তোমার প্রতি তাঁর অনুকম্পার লক্ষণ বলিব" তদুত্তরে বলি—এই লালনাদিকে মায়াবাদীগণ মায়া কার্য্যই বলিয়া থাকেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের সেরূপ কার্য্য করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন, এবং কোন কোন ভক্ত ইহাকে প্রভুর লীলা স্বভাব বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ অগ্নির সান্নিধ্য মাত্রেই যেমন শীত জাড্যাদি নাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সাম্য স্বভাব শ্রীভগবানের স্বাভাবিক বাৎসল্য বা করুণা

কোমল স্বভাব হইতেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, অতএব লালনাদিকে প্রকৃত অনুগ্রহ বলা যায় না। ভক্তি পরায়ণ মহাত্মাগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীহনুমান প্রভৃতি প্রভুর যে বিচিত্র সেবা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সেবা সৌভাগ্য লাভই প্রভুর প্রকৃষ্ট অনুগ্রহ—কিন্তু লালনাদি নহে।

হে ভগবন্! শ্রীমন্ নৃসিংহদেব যে সকল লীলা করেন তাহা স্বভক্ত দেবগণের রক্ষণ, স্বীয় পার্ষদদ্বয় অভিশপ্ত জয় বিজয়ের মোচন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি নিজ তনয়াদির বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্যই কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য নহে। হে গুরো! যদি আমার প্রতি তাঁহার কৃপালেশ থাকিত তবে কি তিনি আমায় রাজ্য দিয়া বঞ্চনা করিতেন? প্রভুর সেই শ্রীমুখবাণী একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, "আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে সম্পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকি।" অতএব আমাকে রাজ্যদান যে প্রভুর অকৃপার লক্ষণ ইহাই বুঝা যাইতেছে। আবার এই রাজ্য সম্পদ হেতু বন্ধু ভৃত্যাদির সম্পর্ক বশতঃ আমার ভগবদ্ভজনও লীন হইয়াছে। তাঁহার একান্ত ভক্তের বুদ্ধি কখনও বিষয় সুখে আকৃষ্ট হয় না, ইহাও তাঁহার শ্রীমুখেরই বাণী; অতএব আমার রাজ্যাদি বিষয়াসক্তি ঐকান্তিক ভক্তি নিষ্ঠার চরম অন্তরায় হয় নাই কি?

(এস্থলে জ্ঞাতব্য এইযে, প্রকৃত পক্ষে ভক্তের বুদ্ধি কখনই বিষয় সুখে আসক্ত হয় না, অতএব শ্রীপ্রহ্লাদের এই উক্তি তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্য হইতে জাত বলিয়াই বুঝিতে হইবে

ভক্তি বা ভজনের পরিপাকে ভক্তের হৃদয়ে ক্রমশঃ এই দীনতার উদয় হয়। ভক্ত সর্ব্বদাই নিজের দোষানুসন্ধান করিতে থাকেন এবং অপরের যৎকিঞ্চিৎ গুণকে বহু মানন করিয়া থাকেন। ভক্তি স্বভাবতঃই মধুর কোমল স্বভাবা, দৈন্য বিনয়াদি মহা গুণা-বলী কর্তৃক নিরন্তর পরিসেবিতা। সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা বা উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও যে ভাব হইতে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম বুদ্ধি হয়, সেই ভাবের নামই দৈন্য। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ যজ্ঞে পূর্ণাহুতির নামই দৈন্য।

কেহ কেহ দৈন্য বা দীনতা বলিতে দুর্ব্বলতা ভীরুতা কাপুরুষতা বলিয়া বুঝেন সুতরাং এই অর্থে দৈন্যকে অতি হীন মনোবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। তাদৃশ দৈন্য তমোগুণের ধর্ম্ম; সুতরাং নিন্দারই যোগ্য। কিন্তু এই জাতীয় দৈন্য ভক্তের মধ্যে কখনই থাকিতে পারে না, ভক্তের দৈন্যের কথা শুনিয়া সাধারণ দৈন্য অর্থ গ্রহণ করতঃ অনেকে নিন্দা বা প্রতিবাদ করিয়া থাকেন এবং শব্দ সাম্যে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তের দৈন্য অতি বিলক্ষণ, প্রেমভক্তি হইতে জাত বা প্রেমভক্তির পরিপাক অবস্থাতে এই দৈন্যের উদয় হইয়া থাকে। যাঁহারা পরম বিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ তাঁহারাই নিজকে দীনতম বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাপী অপরাধী ব্যক্তি কখনই নিজকে পাপী বা অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু নিরপরাধ এবং পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ মহাত্মাগণ নিজকে পৃথিবীর ভার এবং কলঙ্ক

স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, ইহা সর্ব্ব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ভগবদ্ ভক্তি তাঁহারই অচিন্ত্য প্রভাবে সম্ভবপর হইয়া থাকে। সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা সুদুর্ব্বোধ্য অতএব তমোগুণ হইতে জাত দৈন্য এবং পরম ভাগবত ভক্তহৃদয়স্থ প্রেমভক্তি হইতে জাত দৈন্য আলো-আঁধার বা কাম প্রেমের মত পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। বর্ণ সাম্য থাকিলেও বস্তুতঃ সাধারণ দৈন্য কাঁচ খণ্ডের ন্যায় অতিতুচ্ছ এবং ভক্তের প্রেমভাবিত হৃদয়ের দৈন্য হীরক খণ্ডের ন্যায় পরম মহার্ঘ। দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিশদ বিবৃতি দেওয়া হইবে, এজন্য এস্থলে আর অধিক বলা হইল না। শ্রীপ্রহ্লাদ নিজ স্বাভাবিক ভক্তি জাত দৈন্য বা অযোগ্যতা বুদ্ধি বশতঃই শ্রীনারদের নিকট নিজেকে বিষয়াসক্ত বলিয়াছেন ও শ্রীহনুমানের সেবা সৌভাগ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।)

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনারদের প্রতি কহিলেন হে প্রভো! অসুর বালকগণের প্রতি আমার যে উপদেশ দানের কথা বলিলেন—তাহা আত্ম-তত্ত্বোপদেশ বিষয়ে অসুর গণের দুষ্পাণ্ডিত্য মাত্রই। অসুর গণের সঙ্গ প্রভাবে অদ্যাপি আমার সেই শুষ্ক জ্ঞানাংশ অপগত হয় নাই, অতএব কর্ম্ম জ্ঞানাদি আবরণ শূন্যা যে শুদ্ধাভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপা বিশেষ লাভ করা যায় সেই শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ আমার মধ্যে কোথায়? এবং শুদ্ধা ভক্তির অভাবে প্রভুর কৃপা লাভই বা হইবে কিরূপে? আবার আমার ভক্তির প্রভাবে প্রভু বলির দ্বারে দ্বারপাল রূপে

অবস্থান করেন নাই, সুতলে বলিকে অবরোধের নিমিত্তই তাঁহার দ্বারপাল রূপে অবস্থিতি। তাহাও আবার সকল সময়ে তিনি সকলের দৃষ্টি গোচর হন না; কদাচিৎ কেহ বলির দ্বারে প্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার যে স্থানে ভগবৎ প্রাপ্তির তীব্র উৎকণ্ঠা হয় তিনি সেই স্থানেই ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, এই নীতি অনুসারেই কেহ কেহ বলির দ্বারে তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন; অতএব ইহাতে আমার ভক্তি মহিমার কোন হেতু দেখিতে পাইনা।

হে গুরো! আমার বহুতর দুর্ভাগ্যের কথা বলিলে আপনার দুঃখই হইবে অতএব আপনি কিম্পুরুষ বর্ষে গমণ করতঃ শ্রীহনুমানের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা অবলোকন করুণ। শ্রীহনুমান নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা এবং মহাবীর বলিয়া শ্রীরঘুপতির প্রধান সেবক। তিনি শ্রীরাম-চন্দ্রের সেবার্থে অতল স্পর্শ শতযোজন সাগর অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীবিভীষণের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া-ছিলেন ও প্রভূত রাক্ষসসেনা বিনাশ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইলে বিশল্যকরনী নামক ঔষধ আনয়নে তাঁহারই শক্তি প্রবল ছিল। তিনি শ্রীরাবণ বধাদির বার্ত্তা দিয়া শ্রীসীতা দেবীর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও শ্রীজানকীর কণ্ঠহার প্রাপ্তি-ছলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি রূপ উত্তম প্রসাদই লাভ করিয়াছিলেন। হে প্রভো! "কপিপতি দাস্যে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা তাঁহার মহামহিমাই সুসিদ্ধ হইতেছে। আপনি স্বয়ং

তাঁহার মহিমাবলি অবগত আছেন আমি আর কি বলিব? আপনি কিম্পুরুষ বর্ষে গমন করতঃ শ্রীহনুমানকে দর্শন পূর্ব্বক আনন্দ অনুভব করুন।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! মুনিবর প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীহনুমানকে দর্শন করিবার মানসে শীঘ্রই কিম্পুরুষ বর্ষে গমন করিলেন এবং আকাশে থাকিয়াই দেখিলেন, শ্রীহনুমান বিচিত্র বন্যবস্তু দ্বারা যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চণায় নিরত হইয়া রহিয়াছেন। গন্ধর্ব্বাদি গায়কগণ শ্রীরামায়ণ গান করিতেছেন এবং হনুমান সেই কর্ণ-রসায়ন শ্রীরামচরিত কর্ণ দ্বারা পান করিতে করিতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছেন, কখনও বা বিবিধ গদ্যপদ্যময় বাক্যে প্রভুর স্তব করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। তদ্দর্শনে পরমানন্দে শ্রীনারদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে শ্রীরঘুনাথ! জয় শ্রীজানকীকান্ত! জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ!! শ্রীহনুমান স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের নাম কীর্ত্তন শ্রবণে পরম হর্ষভরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন এবং শ্রীনারদের কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিলেন। মুনিবরও আকাশে থাকিয়াই পরমানন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীহনু-মানের প্রেমাশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া দিলেন। শ্রীহনুমান ক্ষণকাল পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীনারদকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে ভগবৎ মন্দিরে লইয়া গেলেন। শ্রীনারদ মন্দিরে গিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে শ্রীহনুমান পরম যত্নে তাঁহাকে আসনে

উপবেশন করাইলেন।

শ্রীনারদ শ্রীহনুমানের ভক্তিমহিমা দর্শনে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে পরিব্যাপ্ত কলেবরে কহিলেন হে কপিশ্বর! সত্য সত্যই আপনি শ্রীভগবানের নিরুপম কৃপাভাজন। অহো! আপনি বিচিত্র ভজনামৃতের সাগর স্বরূপ। আপনি সর্ব্বভাবে আত্মসমর্পন পূর্ব্বক প্রভুর পরম প্রসাদ ভাজন হইয়াছেন। আপনি তাঁহার দাস, সখা, বাহন, আসন ধ্বজ, ছত্র, চামর ব্যজন, বন্দি, মন্ত্রী, ভিষক, সেনাপতি, শ্রেষ্ঠ সহায় ও মহাকীর্ত্তি-বিবর্দ্ধনকারী। শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাবিশেষ শ্রবণ রূপ ইন্ধন সংযোগে তদীয় বিরহানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি তদীয় বিরহে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, পরে শ্রীনারদের করুণায় শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে কহিলেন হে মুনিবর! আমি অতি দীন প্রভুর চরণাম্বুজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছি আপনি কেন আবার আমায় তাঁহার বিরহ স্মরণ করাইয়া রোদন করাইতেছেন? আমি যদি তাঁহার সেবক হইতাম তবে কি তিনি আমায় সহসা ত্যাগ করিতে পারিতেন? আপনি আমার প্রতি স্নেহ বশতঃই আমায় প্রভুর অনুগ্রহ ভাজন বলিয়া অনুমান করিতেছেন।

(এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য পরিকর এবং সাক্ষাৎ সেবাধিকারী হইয়াও সাধন ভক্তির রসাস্বাদনের জন্য ও ভগবৎ প্রীতিকামনায় অর্চ্চাবিগ্রহের সেবা-

মহিমাদির প্রচার উদ্দেশ্যে কিম্পুরুষ বর্ষে বিগ্রহ সেবায় নিরত আছেন। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান এবং তাঁহার অর্চ্চা বিগ্রহে কোন ভেদ নাই, ভক্তবৎসল শ্রীভগবানই ভক্তের প্রতি করুণা বশতঃ মন্দিরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। এমন কি কোন কোন অংশে সাক্ষাৎ সেবা হইতেও বিগ্রহ সেবায় শ্রীভগবানের অধিকতর সন্তোষ বা কৃপা বিশেষের অভি-ব্যক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্যে থাকেন তখন তাঁর পতিভক্তি থাকুক বা না-ই থাকুক তিনি স্বামীর সেবা করিতে বাধ্যই। কিন্তু পতি প্রবাস গত হইলেও যে রমণী পতির চিত্রপটাদি লইয়া পরম ভক্তিভরে পুষ্প মাল্য চন্দনে তাহাকে সাজাইয়া প্রাণঢালা সেবা করতঃ পতি বিরহে প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি যে প্রকৃতই পতি পরায়ণা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, এবং প্রবাসগত পতি যখন পতিব্রতার তাদৃশ সেবার বিষয় অবগত হন, তখন সাক্ষাৎ সেবা হইতেও তিনি পতিব্রতার প্রীতিতে সমধিক বশীভূতই হইয়া থাকেন। তদ্রূপ পরম ভাগবত ভক্তগণও ভগবৎ বিরহে পরমানুরাগে তদীয় বিগ্রহের প্রাণঢালা সেবা করতঃ শ্রীভগ-বানের পরমানুগ্রহ ভাজন হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ চিদ্বস্তুর সহিত জড় বস্তুর দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে হয় না। পতিব্রতা রমণীর পতির চিত্রপটাদি পতির দেহাবয়বের প্রতীক মাত্র কিন্তু ভগবদ্ বিগ্রহে ও সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে কোনও পার্থক্যই নাই;

শ্রীভগবানই মৌনমুদ্রা অবলম্বন করতঃ ভক্তের চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিবার মানসে প্রতিমা রূপে প্রকটিত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, শ্রীগোপাল দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সাক্ষ্যদান ছলে বিগ্রহ রূপেই পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন হইতে দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ-সনাতনাদির ভক্তিতে বশীভূত হইয়া বিগ্রহ রূপেই কথা বার্ত্তা আলাপ ভোজনাদি করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন বিজ্ঞানিত কথা, অতএব "প্রতিমা নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন" এই জ্ঞানে বিগ্রহ সেবাতেই সেবার যথার্থ সার্থকতা।)

শ্রীহনুমান নারদের প্রতি কহিলেন হে মুনে ! অধুনা শ্রীভগবান মথুরাতে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি পরম অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ রূপ সুমেরুর নিকট আমার প্রতি অনুগ্রহ একটি ধূলিকণার সাদৃশ্যও লাভ করিতে পারে না। বাল্যাবধি পাণ্ডবগণের ধৈর্য্য ধর্ম্ম যশ জ্ঞান প্রেম ভক্তি এ জগতে ঘোষনা করিবার মানসে শ্রীভগ-বান বিষ দানাদি বহু বহু বিপদ তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া-ছেন অন্যথায় বিপদ বারণ শ্রীভগবান যাহাদের শ্রেষ্ঠতম সহায়, তাঁহাদের নিকট কি আপদ বিপদ আসিতে পারে ? অতএব পাণ্ডবগণের বিপদাদি সবই ভগবৎ প্রদত্ত। পাণ্ডবের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান তাঁহাদের সারথ্য, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য, অনু-গমন, স্তব, নমস্কারাদিও করিয়াছেন। এইরূপে প্রভুর প্রতি

পাণ্ডবগণের সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব সম ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে মুনে, বিচার করিয়া দেখুন প্রীতি এক অনাবৃত বিপুল আনন্দই কামনা করিয়া থাকে, সম্ভ্রম সঙ্কোচ আসিলে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়। প্রীতি সর্ব্বদাই নিঃসঙ্কোচকে বুকে করিয়া রাখিতে চাহে। পাণ্ডবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর এই সখ্য ভাব সতত বর্ত্তমান থাকায় কাহারো প্রতি কাহারো প্রীতি সঙ্কুচিত হইতে পারে না বলিয়া প্রিয়তার সহিত সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেরূপ প্রীতিময় সেবা মাদৃশ জনের বুদ্ধিরও অগোচর। আবার প্রভুর নিয়ত অবস্থান হেতু পাণ্ডবগণের রাজধানী মহর্ষিগণের তপোবন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্তিই সর্ব্ব তপস্যার চরম ফল, সতত সেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হেতু এক্ষনে পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরই যেন সর্ব্ব তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

হে মুনে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক মন্ত্রৌষধি জানে যাহার প্রভাবে পরম মোহন শ্রীভগবানকেও বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। (শ্রীহনুমানের এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান প্রেমপরাধীন অর্থাৎ প্রেম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রেম ব্যতীত অপর মন্ত্রৌষধিতে শ্রীভগবানের মোহন সম্ভবপর নহে, অতএব মহামোহন শ্রীভগবানের এতাদৃশ বশ্যতাই পাণ্ডবগণের প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।)

পরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! এই কথা বলিয়া পরমানন্দ ভরে শ্রীহনুমান শ্রীনারদের সহিত বার বার নৃত্য করিতে

লাগিলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীহনুমান নারদকে কহিলেন হে দেবর্ষে! আপনি শীঘ্রই পাণ্ডব গৃহে গমন করতঃ তাঁহাদের গৃহে বিরাজিত নরাকৃতি পরব্রহ্মের ও তদীয় প্রিয়তম সেবক পাণ্ডবগণের দর্শন লাভ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করুন। কিন্তু "আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, পাণ্ডবগণ গৃহী ও সাম্রাজ্য ব্যাপারে লিপ্ত" এরূপ বিবেচনা করিয়া নিজেকে অপরাধী করিবেন না, কারণ পাণ্ডবেরা প্রকৃত পক্ষে নিষ্কিঞ্চন ও সর্ব্ব বিষয়ভোগ নিস্পৃহ, অতএব তাঁহারা পরমহংস আচার্য্য গণেরও পূজনীয়! শ্রীযুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যে বা রাজসূয়াদি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে প্রবৃত্তি তাহা ভগবৎ প্রীতি কামনাতেই পর্য্যবসিত, স্বসুখের জন্য নহে। অর্থাৎ সাম্রাজ্য স্বীকার করিলে সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তন দ্বারা অখিল লোকের পরম হিত হইবে এবং তাহাতে শ্রীভগবানেরও সন্তোষ সাধন করা হইবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সাম্রাজ্য স্বীকার তথা যজ্ঞাদির ছলে সর্ব্বদাই কৃষ্ণকে নিকটে পাইবেন ও শ্রীকৃষ্ণও নিজ প্রিয়তম জনের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের যজ্ঞাদির নানাবিধ সহায়তা করিয়া আনন্দ পাইবেন এই জন্যই রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান। বস্তুতঃ তাঁহাদের ত্রিভুবন ব্যাপি অমল-যশোরাশি দেবগণের স্পৃহনীয় হইলেও অন্নব্যতীত মাল্য চন্দনাদি বস্তু যেমন জঠরানল পীড়িত ব্যক্তির সুখোৎপাদন করিতে সক্ষম নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমানলে দহ্যমান শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিরও রাজ্যাদি বিষয় বা তাদৃশ যশোরাশি কোন প্রীতিই উৎপাদনে সমর্থ নহে।

(শ্রীহনুমানের একথার তাৎপর্য্য এই যে, জঠরানলে দগ্ধ ব্যক্তির যেমন অন্ন ভোজন ব্যতীত অন্য কিছুতেই শান্তিলাভ হইতে পারে না তদ্রূপ প্রেমিকেরও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয় আনন্দের হেতু হইতে পারে না। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ লীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের ফলে সাধকের চিত্ত ক্রমশঃ বিষয়ান্তরে নিঃস্পৃহ হইয়া কৃষ্ণ নিষ্ঠ হইয়া থাকে। ভজনের পরিপাকে ক্রমশঃ চিত্ত যখন কৃষ্ণ স্পৃহা ব্যতীত অন্য স্পৃহা শূন্য হইয়া যায়, তখনই প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন পদবী লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য ভক্তি শাস্ত্রে দেখা যায়, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক অরোচকতা তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। প্রেমের আবির্ভাবে চিত্তের মমতা দেহ গেহাদি বিষয়ে শূন্য হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়।)

শ্রীহনুমান কহিলেন—হে মুনে! অপর বিষয়ের কথা কি রমণী ললামভূতা শ্রীদ্রৌপদী দেবী, সকল গুণরাজী সমলঙ্কৃত ভ্রাতৃবর্গ শ্রীভীমার্জ্জুনাদিও দেহ সম্বন্ধ প্রযুক্ত শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রিয় নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ পদকমলের প্রেমসম্বন্ধ হেতুই তাঁহারা প্রিয় হইয়াছেন।

হে ভগবন্! আমি বানর, পাণ্ডবগণের মহিমা কি-ই বা জানি আর বর্ণন করিবার কি-ই বা শক্তি ধারণ করি, তাহাদের মহিমা আমা অপেক্ষাও আপনি সমধিক অবগত আছেন; অতএব হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দ লাভ করুন।

পঞ্চম অধ্যায় — (প্রিয়)

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন হে মাতঃ ! শ্রীহনুমানের বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীনারদ পরমানন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং দ্রুতগতিতে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহারাজ যুধিষ্ঠির আত্মীয় বর্গের সহিত মন্ত্রনা করিতেছিলেন যে, কোনও বিপৎপাত বা যজ্ঞের ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আনয়ন করিয়া দর্শন করিবেন। ইত্যবসরে শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ সসম্ভ্রমে ধাবিত হইয়া দেবর্ষিকে প্রণাম করিলেন এবং সভা মধ্যে আনয়ন করতঃ যত্নসহকারে উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীনারদের অর্চ্চনার নিমিত্ত যে সকল পূজা সম্ভার আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্য সম্ভার দ্বারা নিজেই শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিকে পূজা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীহনুমান পাণ্ডবগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ কৃপাবৈভবের বিষয় বর্ণনা করিয়া ছিলেন, দেবর্ষি বীণা গীত দ্বারা মধুর স্বরে তাহাই বার বার গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! এই নর লোকে আপনারাই মহাভাগ্যবান, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের প্রিয়, ইষ্ট, দেবতা, গুরু, মাতুলেয়, দূত, সারথি, সুহৃৎ এমনকি আজ্ঞাধীন সেবকও হইয়াছেন। যিনি ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণেরও সমাধি-দুর্ল্লভ, যিনি নিখিল বেদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবামন, শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার অংশরূপ অন্যান্য অবতার

যাঁহার অংশলেশ অর্থাৎ কলা মাত্র, সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্য কোন এক নির্জ্জন স্থানে গুঢ়রূপে যাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তুলনা কেবল সেই ভগবান নারায়নেই কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে—সর্ব্বাংশে নহে, এইভাবে শ্রীগর্গ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আত্মারামতা, মুক্তি, ভক্তি, বৈষ্ণব সঙ্গাদি দ্বারা মাদৃশ মুনিগণের যাঁহার প্রসাদ প্রার্থণীয় মাত্র কিন্তু লভ্য নহে, এতাদৃশ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসাধনে আপনাদের প্রতি প্রসন্ন ও সর্ব্বভাবে বশীভূত হইয়াছেন।

(এস্থলে শ্রীনারদের উক্তির মর্ম্ম এইযে, অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীনন্দনন্দনের স্বয়ং ভগবত্তা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। কোন অক্ষয় সরোবর হইতে যেমন অসংখ্য নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ যে পূর্ণতম পরতত্ত্ব হইতে অসংখ্য অবতার আগমন করেন, তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান' বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে "এতে চাংশকলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এই সুত বাণীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থাপিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদগণের মতে এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের মৌলিক তত্ত্বের 'পরিভাষা'। অর্থাৎ যে ভাষা বা লক্ষণটি সমগ্রশাস্ত্রের উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া লক্ষ্যবস্তুটিকে বুঝাইয়া দেয়, তাহাকেই শাস্ত্রে 'পরিভাষা' বলে। পরিভাষা শাস্ত্রে একবার মাত্রই পঠিত হয়, আবৃত্তি হয় না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এই শ্লোকটিও শ্রীমদ্ভাগবতে একবার মাত্রই পঠিত হইয়াছে। মহারাজ চক্রবর্ত্তীর মত এই মহাবাক্যের স্বাধীন বিজয় পতাকা

ভাগবতের অন্যসকল বাক্যের মস্তকোপরি সগৌরবে উড্ডীয়মান। গোস্বামী পাদগণের মতে ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রতিজ্ঞা বাণী। শ্রীধরস্বামীপাদ প্রভৃতি মহানুভব আচার্য্যগণ এই শ্লোকাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি, কেনই বা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ শব্দ সন্নিবেশ, এই সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীমৎ জীব গোস্বামী পাদের চিন্তাধারার সহিত একটু পরিচিত হইতে হইবে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের মনোরম ভাষ্য তাঁহার শ্রীভাগবত সন্দর্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীপাদ বলিয়াছেন-"ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি বা সামান্য প্রকাশ, পরমাত্মা যাঁহার অংশবিভব ও বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ যাঁহার বিলাস, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভজনকারীগণকে প্রেম দান করুন।" তিনি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে "এতে চাংশকলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এই পরিভাষা শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বিভিন্ন যুক্তি তর্কের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ স্থলে স্থানাভাব, অতএব যাঁহারা এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে অন্বেষণ করিবেন। অংশ ও অংশী হিসাবে শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাঘবেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য অবতার হইতে যেমন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য, তেমনি অন্যান্য অবতারের ধাম পরিকর সেবাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম পরিকরা-

দিরও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তদ্রূপ অন্য অবতারের কৃপা বশ্যতা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ কৃপা বশ্যতারও তারতম্য আছে। এই জন্য শ্রীনারদ, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরাঘবেন্দ্রের উপাসক শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীহনুমানের প্রতি ভগবৎ কৃপা বা বশ্যতা হইতে শ্রীপাণ্ডবগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বশ্যতার সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন।)

শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি কহিলেন হে রাজন! শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাঘবেন্দ্রাদি অবতারে ভগবান হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিয়াও মুক্তি প্রদান করেন নাই, অতএব মুক্তিই যখন প্রদান করেন নাই, তখন বিশুদ্ধা প্রেম লক্ষণা ভক্তি যে কাহাকেও প্রদান করেন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কেবল শ্রীনৃসিংহ অবতারে শ্রীপ্রহ্লাদকে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি প্রদান করিয়াছেন। (প্রহ্লাদের ভক্তি যে জ্ঞান মিশ্রা, ইহা পূর্ব্বে প্রহ্লাদের উক্তিতে জানা গিয়াছে। প্রহ্লাদ হইতে হনুমানাদির উত্তরোত্তর ভক্তির শুদ্ধত্ব বুঝিতে হইবে। এই শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির চরমতম বিকাশ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপিকাগণের মহাশ্চর্য্যময় শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ নিষেবনে দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে।) শ্রীরামাবতারে শ্রীহনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব, বিভীষণ, গুহক, দশরথ, প্রভৃতি কয়েকজন শুদ্ধাভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু গৌরব সম্ভ্রমহীন সদ্বন্ধুবৎ প্রীতি বা শুদ্ধ প্রেমের বার্ত্তাও তৎকালে শোনা যায় নাই। ইদানীং আপনাদের মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে বা অর্জ্জুনাদির হস্তে নিহত সকল অসুর গণকেই মুক্তিদান করিয়া-

ছেন এবং বহু জনকেই শুদ্ধাভক্তি বা প্রেমরসে সম্পুরিত করিয়া-ছেন। মনুষ্যাদি জঙ্গম জাতির কথা ত দূরে, তমোযোনি গত তরু লতাদি স্থাবর সকলও শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরস ধারা বর্ষণ করিতেছে।

হে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতৃগণ, যাহা কখনও শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণেও প্রকটিত হয় নাই তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের রূপ সৌন্দর্য্য লাবণ্যাদির আশ্চর্য্যতর মাধুরী কি বর্ণন করিব তাহা সকলই অপূর্ব্ব। তাঁহার লীলা, গুণগ্রাম, প্রেম মহিমা এবং কেলীভূমিও তদ্রূপ অপূর্ব্ব। হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের রূপ লীলাদি প্রপঞ্চাতীত শ্রীগোলোকে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও যদি তিনি ধাম পার্ষদাদি সহ এই ভুমণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব রূপ লীলাদির মাধুরী কোন দিনই জগজ্জীবের অনুভবের বিষয় হইত না। এ জগতে তাঁহার রূপ লীলাদি অপূর্ব্বই ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কৃপায় তাহা জগতে প্রকটিত হওয়ায় সকলেরই অনুভবের বিষয় হইয়াছে। ইদানীং তাঁহার ভক্তবৎসল্যাদি গুণ এবং বহুতর মাধুরী সর্ব্বপ্রকারে পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তাও সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকারে পরিস্ফুট হইয়াছে।

অনন্তর পরম বিস্ময়ে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি কহিলেন, হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিগ্রহও পরম প্রশংসনীয়। রুধিরাশনা রাক্ষসী পুতনা যাঁহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে বিষস্তন পান করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মাতৃজন যোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল। মহা বিষধর

কালীয় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে দংশনাদি রূপ অশেষ শত্রুতা করিয়াও স্বীয় মস্তকে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র গণের দুর্ল্লভ তদীয় চরণের নর্ত্তন রূপ অপূর্ব্ব প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কংসাসুরের জীবিত কালেই তদীয় তন্ময়তা রূপ যোগীগণ দুর্ল্লভ ভাব জাত হইয়াছিল ও মৃত্যুকালে সে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শলাভ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্র দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! মুনিবর এই কথা বলিতে বলিতে সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং মাধব কীর্ত্তি লম্পট স্বীয় জিহ্বাকে দন্ত দ্বারা দংশন করিয়া কহিলেন—রে রসনে! আবার তুমি মাধবের কীর্ত্তি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে? আজ যদি তুমি যথাশক্তি তদীয় প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পার তবেই তোমার মহাভাগ্য বলিয়া বোধ করিব। অনন্তর পাণ্ডবগণের প্রতি কহিলেন হে মহানুভাবগণ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের প্রত্যেকের যেরূপ বিশেষ প্রেম দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ আপনাদের প্রতি কৃপা বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাদব-জীবন শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল আপনাদের গৃহে অবস্থানের পর দ্বারকা গমনে উদ্যত হইলে আপনাদের মাতা কুন্তী বিনয় পূর্ণ স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার গমন নিরোধ করিয়া স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যিনি ইহলোক পরলোকের মহতী যশ এবং জরাসন্ধাদি বধের দ্বারা ভীমসেনকে নিজের অতুলনীয় কীর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীঅর্জ্জুন যাঁহার সখা

বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নকুল, সহদেবও শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রীতি ভাজন, তাহা রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রপুজা দান কালে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দ্রৌপদীকে যিনি "প্রিয় সখি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও দুর্ব্বাসা দুঃশাসনের ভয় হইতে মোচন করিয়া সকল শোক নাশ করিয়াছেন। হে রাজন! বিদুর ভীষ্মদেবাদি আপনাদের পক্ষপাত করিতেন বলিয়া শ্রীভগবান বিদুরের অন্ন আস্বাদন ও ভীষ্মের নির্য্যাণ মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। কৌরব সভায় যিনি স্পষ্ট ভাবে সর্ব্ব সমক্ষেই বলিয়াছেন—"যাহারা পাণ্ডবগণের শত্রু, তাহারা আমারও শত্রু, কারণ পাণ্ডবগণ আমার প্রাণের তুল্য প্রিয়।" অতএব হে রাজন! আপনাদের গুণ বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। আপনাদের গুণরাশী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন এবং তিনিই বর্ণন করিতে পারেন।

পরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! যুধিষ্ঠির শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করতঃ নারদের কথিত মাহাত্ম্য বিশেষকে উপহাসের ন্যায় মনে করিয়া লজ্জা-নমিত বদনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, হে বাগ্মি শিরোমণে! আমরা বারংবার বিচার করিয়াও আমাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কোনও কৃপা অবধারণ করিতে পারি নাই। (এস্থলে জ্ঞাতব্য, বস্তুতঃ অতৃপ্তিই ভক্তির স্বভাব। সাধক যতই ভক্তি সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকেন, ততই নিজেকে ভক্তি সম্পর্ক শূন্য বলিয়া

মনে করেন। প্রেম স্তরে এই অতৃপ্তি ঘনীভূত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে গভীর হাহাকার জাগাইয়া তোলে। সাধক নিরবধি ভগবৎ কৃপামৃতে সিঞ্চিত হইয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। শ্রীভগবানও তদ্রূপ ভক্তকে নিবিড় করুণা বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াও তৃপ্তি বোধ করিতে পারেন না, ইহাই শ্রীভগবান, ভক্ত ও ভক্তি সাধনার নিগূঢ় রহস্য।) শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন হে মুনে! আমাদের বিপদ সমূহ দর্শন করিয়া সাধারণের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি বা "ভগবদ্ভক্তের কদাচ অশুভ থাকিতে পারেনা" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাসের হ্রাসই হইবে। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বিপক্ষগণের বধ সাধন করিয়া আমাদিগকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিকতর শোকই উপস্থিত হইয়াছে। এই রাজ্য লাভের জন্যই ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুবর্গ, অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্রগণ এবং অপরাপর সাধু রাজন্য-বর্গ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের বিচ্ছেদ হেতু আমরা ক্ষণকালের জন্যও সুখলাভ করিতে পারিতেছিনা। হে মুনে! বিষ্ণুভক্তের বিচ্ছেদ জ্বালা যে কত দুঃখ প্রদায়ী তাহাত আপনি স্বয়ং অবগত আছেন। আর শ্রীকৃষ্ণের বদন কমল দর্শনের যে সুখ তাহাও বহুকাল তিরোহিত হইয়াছে, সম্প্রতি তিনি দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার পরম বান্ধব প্রিয়তম যাদবগণকে সদা সঙ্গদানে সুখী করিতেছেন। আপনারা যে কখনও কখনও আমাদের দৌত্য সারথ্য করিতে দেখেন, তাহা পৃথিবীর ভার হরণ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই বুঝিতে হইবে।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরম নর্ম্ম সুহৃৎ শ্রীভীমসেন কহিলেন হে মুনে! সেই ধূর্ত্ত শিরোমণির নিকট হইতেই কি আপনি এতাদৃশ বাক্-চাতুরী শিক্ষা করিয়াছেন? দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি দুর্ব্বোধ; তাঁহার বাক্ নৈপুণ্য ব্যবহার পটুতা কোথায় না প্রকাশ পাইয়া থাকে আমরা এ সকল তত্ত্ব জানি বলিয়াই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা শ্রীঅর্জ্জুন শোকাকুল হৃদয়ে কহিলেন—হে ভগবন্! আপনার প্রিয়তম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি যে কিছু কৃপা প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সে সকল কি আমাদের দুঃখের নিমিত্তই হয় নাই? যিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বার বার মৎ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও আমার জন্য প্রতিপক্ষের মর্ম্মভেদী অস্ত্র প্রহার শ্রীঅঙ্গে স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই দুঃখশেল অদ্যাবধি আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই, আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায়? যে কর্ম্মের জন্য নিজপ্রিয় জনের দুঃখ হয় তাহার অনুষ্ঠান কখনই প্রীতির বা কৃপার লক্ষণ নহে।

শ্রীনকুল-সহদেব কহিলেন হে ভগবন্! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অগ্রপূজা স্বীকার করিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অধুনা আমরা তাঁহা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারেই বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের কর্ত্তৃক অগ্রপূজা স্বীকাররূপ মহোৎসব দূরে থাকুক, এক্ষণে তাঁহার দর্শনও আমাদের দুর্ঘট

হইয়াছে, অতএব জীবন ধারনের আশা ত্যাগ করিয়াছি।

তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীদ্রৌপদী দেবী শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গদ্‌গদ্ স্বরে কহিলেন —হে ভগবন্! আমি কোন এক অভীষ্ট ফল লাভের আশায় যুদ্ধে নিহত স্বজনগণের জন্য শোক প্রকাশ করি নাই সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জানিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যুক্তিপূর্ণ মধুর বচনে আমায় আপ্যায়িত করিবেন এবং বন্ধুজনের বিয়োগে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। কিন্তু হায়! সে আশা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আর পূর্ব্ববৎ এখানে আগমনই করেন না, অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণের কি দয়া বোধ করিব?

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জীবনা শোকার্ত্তা কুন্তী দেবী সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন হে মুনে! আমি আমার অনাথ পুত্রগণের সহিত বার বার বিপদ সাগরে নিমগ্না হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমায় বার বার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাই আমি তাঁহার স্বীয় জননী দেবকী হইতেও নিজেকে তাঁহার অধিক কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অধুনা "নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিয়াছি অতএব পাণ্ডবেরা সুখেবাস করিতেছে" এই মনে করিয়া তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করতঃ দ্বারকায় বাস করিতেছেন। এদিকে নিহত বন্ধু রমণীগণের অবিরাম হৃদয় বিদারী রোদন ধ্বনি, চারি-

দিকে কেবল হাহাকার শ্রুতি গোচর হইতেছে। হে মুনে! তাঁহার দর্শন ব্যতীত আর শান্তি লাভের উপায় নাই, এজন্য আমি সম্পদ কামনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রাপক বিপদ সমূহই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে যাদবগণের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া তাঁহার এখানে আগমনের আশাসূত্র ছিন্ন প্রায় বোধ হইতেছে, অতএব এক্ষণে যদি আমার শীঘ্র মৃত্যু হয় তবেই তাঁহার অনুগ্রহ মনে করিব। হে ভগবন্! আপনি যদি কৃষ্ণ কৃপাপাত্র দর্শন করিতে চাহেন তবে সেই যাদবগণের নিকটই গমন করুণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর্গের প্রধান বলিয়া নিরুপম প্রমোদ সাগরে নিরন্তর মগ্ন। ওহো! আপনি তাঁহাদের মহিমা সবিশেষ অবগত আছেন অতএব আমরা আর কি বলিব।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! শ্রীকুন্তী দেবীর বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীনারদ অতি সত্বর দ্বারকাপুরে গমন করিলেন এবং বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন সৌভাগ্যবান্ যাদবগণ সুধর্ম্মা নাম্নি সভায় যথাক্রমে সুখাসীন। তাঁহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, বিবিধ ভূষণ এবং পারিজাত পুষ্পের মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। দিব্যাতিদিব্য সঙ্গীত ও নৃত্যাদির মহোৎসবে সভাস্থল মুখরিত এবং বন্দীগণ বিচিত্র বাদ্যে তাঁহাদের স্তুতি করিতেছেন। তাঁহারা পরস্পর হাস্যরসে নিমগ্ন, তাঁহাদের অঙ্গ কান্তিতে সূর্য্য প্রভাও বিড়ম্বিত হইয়াছে,

কিন্তু সেই স্নিগ্ধ কান্তির মাধুরীতে কাহারো চক্ষু পীড়া না জন্মিয়া দর্শকের চক্ষু জুড়াইতেছে। তাঁহারা সকলেই মহারাজ উগ্রসেনকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং আদরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীনারদের আগমন জানিতে পারিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে শ্রীনারদ দণ্ডবৎ হইয়া ভুমিতলে পতিত হইলে তাঁহারা হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সভা মধ্যে আনয়ন করতঃ উপবেশনের জন্য দিব্য আসন প্রদান করিলেন। শ্রীনারদ কিন্তু যাদবগণ প্রদত্ত আসনে উপবেশন না করিয়া স্বেচ্ছায় ভুতলে উপবেশন করিলেন, তখন যাদবগণও তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলে ভুতলেই উপবেশন করিলেন। যাদবগণ দেবর্ষির অর্চ্চনার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য সম্ভার আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীনারদ সেই দ্রব্যকে নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলী পুটে বিনিত ভাবে কহিলেন—হে লোকাতীত যাদবগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিশেষ অনুগৃহীত। অধুনা আপনারা আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন যদ্দ্বারা আমি জগতে কেবল আপনাদেরই কীর্ত্তি সমূহ নিরন্তর গান করিতে পারি। আপনারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, অনুগমণ, উপবেশন, ভোজন, শয়ন, বিবাহাদি অপরাপর দৈহিক দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ তথা অধিকতর প্রেমসম্বন্ধ দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। এই জন্যই প্রভু বৈকুণ্ঠবাস ভুলিয়া অনুক্ষণ বিবিধ বিলাস সহকারে আপনাদিগকে

নব নব অনির্ব্বচনীয় মহাসুখ প্রদান করিতেছেন। হে মহা-রাজাধিরাজ উগ্রসেন! আপনি জগতে বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ রূপে প্রসিদ্ধ। আপনাদের এই অদ্ভুত সৌভাগ্য মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? আপনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্মুখে সেবকের ন্যায় অবস্থিত হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—"হে দেব! আমি আপনার ভৃত্য, কৃপাপূর্ব্বক আমায় যথাযোগ্য আদেশ করুণ।" এই জন্য আমি আপনাকে বার বার নমস্কার করি এবং যাঁহাদের সহিত আপনাদের সম্পর্ক তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি।

শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন মাতঃ! শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবগণ তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করতঃ মহামুনিকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পরমারাধ্যপাদ মুনে! আপনি আমাদের পূজ্য শ্রীকৃষ্ণেরও পূজনীয় অতএব কি নিমিত্ত মহানীচ আমাদিগকে বার বার নমস্কার করিতেছেন? হে মুনে! আপনি আমাদের যে কিছু মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, শ্রীযাদবেন্দ্রের প্রভাবে তাহা অসম্ভব নহে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ গন্ধ মাত্রেই সকল সিদ্ধি হইতে পারে কারণ তিনি দয়ার সাগর ও নিরু-পাধি সুহৃত্তম। কিন্তু হে মুনে, আমাদিগের মধ্যে আবার শ্রীমান্ উদ্ধবই যাদবেন্দ্রের পরমানুগ্রহ ভাজন। তিনি তাঁহার মন্ত্রী, শিষ্য, ভৃত্য ও পরমপ্রিয়। শ্রীউদ্ধবই কেবল সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হে মুনে! শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নিজের গমণ যোগ্য স্থানে প্রেরণ

করিয়া থাকেন, যেমন দুর্য্যোধনের কন্যা হরণ নিমিত্ত জাম্ববতী সুত শাম্বকে ভীষ্ম দ্রোনাদি কৌরবেরা অবরোধ করিলে তাঁহার মোচনের জন্য শ্রীভগবান উদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়া ছিলেন। ("নিজ গমন যোগ্য স্থানে" বলিতে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের আশ্বাসনের নিমিত্ত একমাত্র উদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়া থাকেন। অতি রহস্যময় বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলেন না।) শ্রীউদ্ধব প্রভুর ভোজন ক্রীড়া কৌতুকের সময়েও নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকেন এবং একাকী নিত্য প্রভুর উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপদকমল সম্বাহন করিতে করিতে আনন্দভরে নিদ্রাবিষ্ট হইলে প্রভুর পদযুগল স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়াই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। নিরন্তর শ্রীমাধবের পাদপদ্ম সেবা রসের অদ্ভূত রসিকত্ব এবং তাহার মহত্ত্ব একমাত্র শ্রীউদ্ধব হইতেই জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। অধিক কি, তিনি এই দেহেই শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ স্বাভাবিক গৌরত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাম্য লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রভুর প্রসাদী বনমালা, পীতবস্ত্র, মণি মকর কুণ্ডল ও হারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া আমাদিগকে সতত সুখী করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাকে নেপথ্যে দেখিলে মনে হয় ইনিই বুঝি আমাদের দেবকীনন্দন, এই প্রকার কৃষ্ণ ভ্রান্তি উৎপাদন দ্বারা তিনি আমাদের হৃদয়ে কোনও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।

দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে উদ্ধবের মহাসৌভাগ্যের কথা

শ্রবণ করতঃ বিবিধ প্রেম বিকারে বিভূষিত হইয়া হর্ষভরে শ্রীউদ্ধবের গৃহে গমণের জন্য উত্থিত হইলে যদুরাজ শ্রীউগ্রসেন কহিলেন হে ভগবন্! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে; শ্রীউদ্ধব প্রভুর আদেশ ব্যতিরেকে ক্ষণকালও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে অবস্থান করেন না। অতএব আপনি সত্বর শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে গমন করতঃ উদ্ধবকে দর্শন করুন এবং তৎসহ আমাদের এই নিবেদনও জ্ঞাপন করুণ যে, আজ প্রভুর সভায় আগমনের কাল অতীত হইয়াছে আমরা সকলেই তাঁর দর্শনাশায় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি তিনি যেন সত্বর স্বীয় প্রভুকে লইয়া সভায় আগমন পূর্ব্বক সভাকে সনাথ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রিয়তম)

শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন মাতঃ! শ্রীউদ্ধব মাহাত্ম্য শ্রবণ করতঃ শ্রীনারদ মহাপ্রেমরসে বিবশ হইয়া পড়িলেন, হস্তে বীণা ধারণ করিয়া থাকিলেও তাহা বাজাইবার সামর্থ্য ছিল না। অন্তঃপুরের পথ পরম কৌতুকাবহ হইলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে ভুতাবিষ্ট বা মহা উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতেছিল। শ্রীনারদ কখনও স্খলিত কখনও ভুতলে পতিত কখনও বা চেষ্টারহিত হইতে লাগিলেন। আবার কখনও লুণ্ঠন, কখনও বা আর্ত্তবৎ রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও বা গান ও নৃত্য

করিতে লাগিলেন এবং কখনও বা যুগপৎ সমস্ত প্রেম বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! ইদানীং শ্রীভগবানের কোন এক পরম মোহন চেষ্টা বিশেষ বর্ণিত হইবে অতএব আমায় অস্থির দেখিলে ধৈর্য্য সম্পাদন করাইয়া আপনি স্বয়ং ধৈর্য্য সহকারে বক্ষ্যমান বিষয় শ্রবণ করুণ। ঐ দিন কোন কারণ বশতঃ শ্রীমান্ উদ্ধব অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিদ্রিত প্রভুর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া অদূরে দ্বার দেশে বিমনা হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীবলদেব শ্রীদেবকী শ্রীরোহিণী শ্রীরুক্মিনীও সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ এবং ভগবৎ বার্ত্তার বহিঃ প্রকাশ কারিণী কংস মাতা পদ্মাবতী ও অপরাপর দাসী সকল তুষ্ণীভূত হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে শ্রীনারদ অপূর্ব্ব প্রেমচেষ্টা সকল প্রকাশ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা যত্নের সহিত শ্রীনারদের স্বাস্থ্য সম্পাদন করতঃ অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মণ্! আজ আমরা আপনার একি আকস্মিক চেষ্টা দেখিতেছি? এই চেষ্টা সমূহ অদৃষ্ট পূর্ব্ব বলিয়াই হইতেছে, ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসুন।

শ্রীনারদ অশ্রুধারা মুদ্রিত লোচনদ্বয় সযত্নে উন্মীলিত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুলক পূর্ণিত কলেবরে গদ্গদ্ স্বরে কহিলেন—আপনারা সেই মনোজ্ঞ সৌভাগ্য ভাজন শ্রীউদ্ধবের সহিত আমায় মিলন করাইয়া দিন, আপনারা

আমায় কৃপা করুন যাহাতে আমি তাঁহার পদধূলি পাইতে পারি ইহাতেই আমার অন্তরাত্মার শান্তি হইবে। শ্রীনারদ পরম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন অহো ! শ্রীপ্রভুর কি প্রাচীন কি নবীন সেবক সকল প্রভুর যে অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই; শ্রীউদ্ধব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং "ত্বন্তভাগবতেষ্বহং" ইত্যাদি বাক্যে ইহাকে স্বীয় মহাবিভূতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহানুভাব ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে ইনি মহোত্তম। অহো ! অধিক কি আর বলিব, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মাদি ভগবানের পুত্র সকল, বলরামাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সুহৃদ্গণ, রমাদি ভার্য্যাগণ এমন কি নিজ অসাধারণ শ্রীমূর্ত্তিও শ্রীউদ্ধব হইতে প্রিয় নহে, একথা তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীউদ্ধবের সৌভাগ্য মহিমা ব্যঞ্জক পুরাণ প্রথিত শ্রীভগবানের জগদ্বিলক্ষণ শ্রীমুখবাণী সমূহ আজ যাদবগণ আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, হায় ! শ্রীউদ্ধবের সেই মহামহিমা ব্যঞ্জক বাণী সমূহ আমার কর্ণ দ্বার দিয়া হৃদয়ালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অকস্মাৎ আমার ধৈর্য্যধন লুণ্ঠন করিতেছে।

শ্রীনারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দ্রুত উত্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ যুগল ধারণ করতঃ স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ভগবৎ কৃপাভরপাত্র নির্দ্ধারণ রূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীভগবানের ও তদীয় প্রসাদ ভাজন জন-

গণের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তখন তিনি তদীয় প্রেম সম্পত্তি বৈভবের স্মরণে নিতান্ত ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া দীন ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীবলরামের যত্নে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ প্রেমোত্থ সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়া শ্রীনারদের প্রতি কহিলেন হে মুনে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সত্যবাদীশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তি মার্গের আদিগুরু। আপনি আমার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা বিশেষ যাহা বর্ণন করিয়াছেন তদপেক্ষাও অধিক ভগবৎ কৃপা আমাতে পরিস্ফুট রূপে বর্ত্তমান আছে ইহা উগ্রসেনাদি যাদবগণ জানেন এবং আমিও এযাবৎ এইরূপ অভিমান পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমি ব্রজে গমন করিয়া যে এক অনির্ব্বচনীয় বিষয় অনুভব করিয়াছি, তাহাতেই আমার সেই সুমেরু তুল্য সৌভাগ্য গর্ব্ব সদ্যই চূর্ণ হইয়াছে। হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বিরহ রূপ বাড়বানলে দগ্ধ ব্রজবাসীগণকে সান্ত্বনা প্রদানের ছলে আমায় ব্রজে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি নিগূঢ় অনুকম্পাই প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের, তদীয় প্রেমের এবং তৎ প্রেমভাজন জনগণের অদ্ভুত মাধুরী অবগত হইয়া ধন্য হইয়াছি।

শ্রীভগবান্ মথুরায় অবস্থান কালে তাঁহার বিরহ কাতর ব্রজবাসীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার ছলে আমায় ব্রজে প্রেরণ করিয়া ব্রজবাসীগণের মহাপ্রেমের কিঞ্চিৎ অনুভূতি আমাতে প্রদান করিয়াছিলেন এবং মাদৃশ দীন জনের দ্বারা জগতে ব্রজবাসী জনের প্রেমের মহিমা ঘোষনা করার কিঞ্চিৎ

প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমি ব্রজে গমন করিয়া কৃষ্ণ বিরহ কাতরা শ্রীরাধিকাদি ব্রজরমণীগণের অনির্ব্বাচ্য ভাবচেষ্টা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া কয়েক মাস তথায় বাস করিয়াছিলাম এবং ব্রজবাসীগণের প্রেম মহিমা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম।

হে মুনে! নিখিল ব্রজবাসীগণেরই শ্রীকৃষ্ণে বিলক্ষণ প্রেম, তথাপি গোপিকাগণের প্রেম-পরাকাষ্ঠা দর্শনে তাঁহাদের প্রতি আমার পরম চমৎকারময়ী ভক্তির উদয় হইয়াছিল অর্থাৎ ভাব জগতে যে জাতীয় এবং যে পরিমাণ ভাব মহিমা কোথাও কোন ভক্ত দেখেন নাই এবং কোথাও শ্রবণও করেন নাই; গোপিকাগণের সেই জাতীয় ও সেই পরিমাণ ভাব চেষ্টা দর্শনে এবং ভাবময়ী ভাষা শ্রবণে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। গোপীগণের ভাব মাধুরী দর্শনে আবিষ্ট হইয়া পরম আবেগময়ী ভাষায় বলিয়াছিলাম "ওহো! এই বিশ্ব জগতে নন্দব্রজবাসিনী ভগবৎ প্রেয়সীগণই উত্তম দেহধারিনী, যেহেতু মহাভাবাখ্য প্রেমের ইঁহারাই একমাত্র আধার। অখিল রসামৃত মূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ইঁহাদের রূঢ় মহাভাব। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে পরিমাণ মাধুর্য্য বিশেষ অনুভব করিয়া ইঁহারা গাঢ় আবেশে উন্মাদিনী হইয়াছেন, তদ্রূপ অসাধারণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার ক্ষমতা জগতে কাহারো নাই। হে মুনে! ব্রজে অবস্থান কালে ব্রজরমনীগণের প্রেমের মহিমা দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমি কোন পরমদুর্ল্লভ বিষয়ে লালসা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইযে

শ্রীবৃন্দাবনে যে সমূহ গুল্ম লতা ঔষধি আছেন, তাঁহারা সকলেই পরম সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী। যেহেতু তাঁহারা এই সকল ব্রজাঙ্গণাগণের চরণ রেণু অনায়াসে মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেছেন। যদি আমি এই গুল্ম লতা ঔষধিগণের মধ্যে কোনও একটি জন্মলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও অনায়াসে শ্রীব্রজাঙ্গণাগণের পদরেণু লাভে জীবন ধন্য করিতে পারিব। আমি যে লতাটির ভিতরে জন্ম লইব, তাহার পার্শ্বে যে লতাটি থাকিবে, সে লতাটিরও গোপী চরণে লালসা থাকায় বায়ুভরে সে যখন আমার গায়ে উড়িয়া পড়িবে অথবা আমি যখন তাহার গায়ে উড়িয়া পড়িব তখন স্বজাতীয়াশয় লতাটির সঙ্গ আমার শ্রীগোপীচরণে লালসা পোষণ করিবে। যদি কেহ বলেন, হে উদ্ধব! তুমিত তৃণ জন্ম লাভ করিয়া পথের বাহিরেই পড়িয়া থাকিবে, শ্রীল ব্রজাঙ্গণাগণ পথ দিয়া চলিয়া যাইবেন সুতরাং কেমন করিয়া তুমি তাঁহাদের চরণরেণু পাইবে!" তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এইযে, শ্রীগোপিকাগণ যখন মোহন মুরলী রবে উন্মাদিনী হইয়া নিজ প্রাণবল্লভের নিকট অভিসার করিবেন তখন কি পথ কি বিপথ কিছুমাত্র অনুসন্ধান থাকিবে না। সেই অবস্থায় তাঁহাদের পদরজঃ লালসাতেই আমি ব্রজে তৃণ গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিতেছি। হে মুনে! শ্রীগোপীগণের শ্রীচরণ রেণুর অভিষেকে কৃতার্থ হইবার লালসাতেই আমি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং সেই নন্দব্রজবাসী গোপিকাগণের চরণ রেণুকে

পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিয়াছিলাম, যাঁহাদের প্রেমবিভাবিত কণ্ঠ-নিঃসৃত কৃষ্ণগুণ গান ত্রিভুবন পবিত্র করিয়াছিল। ব্রজে গমন পূর্ব্বক আমি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া বারং বার যাহা গান করিয়াছিলাম এবং যাদৃশ আভিলাষ ও আচরণ করিয়াছিলাম তাহা সকলেরই সুবিদিত। হে মুনিবর! তাঁহাদের মহিমাদি কীর্ত্তন করিলে শ্রীভগবানের প্রেম পীড়াদি আবির্ভাব রূপ মহা-অনিষ্টের আশঙ্কা আছে সুতরাং অধিক আর বলিতে পারি না। অতএব আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা এইযে, আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ ত্যাগ করুন।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! শ্রীউদ্ধবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দীর্ঘকাল গোকুলে বাস হেতু গোকুল বাসীর পরম প্রিয় শ্রীরোহিণী দেবী সজল নয়নে বলিলেন—হে উদ্ধব! তুমি ক্ষান্ত হও, আমি যাঁহাদের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি; সেই মহা দুর্দ্দৈব হত, সৌভাগ্য গন্ধরহিত, দৈন্য সাগরে নিমগ্ন, ভীষণ বাড়বাগ্নির শিখায় দগ্ধ ও বিরহবিষে জর্জ্জরিত ব্রজবাসীদিগকে স্মৃতিপথে আনয়ন করিও না। শ্রীবসুদেব যখন আমায় গোকুল হইতে আনয়ন করেন, তদা-নীন্তন গোকুলবাসীর গভীর বিরহ বেদনার চিত্র আমার হৃদয় পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেকালে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে মহার্ত্তা যশো-দার রোদনে কঠিন পাষাণও রোদন করিয়াছিল, বজ্রও বিদীর্ণ হইয়াছিল আর শ্রীরাধাদি গোপীগণ জীবিত কি মৃত তাহাদের কথা কে বর্ণন করিতে পারে?

হে উদ্ধব ! তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনি মুনির গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহাকে ব্রজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। যদিও জানিতাম তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইবে না তবুও হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিলে সুখী হওয়া যায় এই জন্যই বলিয়াছিলাম! আমার কথাতে তোমার প্রভুর চিত্ত নিশ্চয়ই কোমল হয় নাই এই জন্য স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়া সন্দেশ বিদ্যা চাতুরি কুশল তোমায় ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

হে উদ্ধব ! দৈবহত ব্রজবাসীগণের প্রতি তুমি তোমার প্রভুর যে মহান অনুগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিলে সেই অনুগ্রহের কি এই লক্ষণ ? যে কালে তোমার প্রভু ব্রজে ছিলেন সে কালেও ব্রজবাসীগণের কোন সুখের কাজ করেন নাই—আমি দীর্ঘ কাল ব্রজে বাস করিয়া তাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি । শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমনাবধি পুতনা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশী দৈত্য পর্য্যন্ত বার বার কত অসুর ব্রজে উপদ্রব করিয়াছিল, বরুণাদি দেবতা ও অজগরাদি কর্ত্তৃক বিবিধ ব্রজনাশক উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল ; ব্রজবাসীরা কখনও তাহার অনুসন্ধান করেন নাই বা নিজ সুখ দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা কেবল কৃষ্ণ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই মঙ্গল কামনা করিতেন, কখনও নিজেদের হিতের বিষয় চিন্তা করেন নাই। ব্রজবাসীগণ স্বাভাবিক প্রেমবশতঃ নিজেদের যাহা কিছু তৎ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য সমর্পণ করিতেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-

কে নন্দনন্দন বলিয়াই জানিতেন, পরমেশ্বর বা যদুনন্দন মনে করিতেন না এইজন্য স্বাভাবিক প্রেমবিশেষের আবির্ভাবে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে সেই প্রকার ব্যবহার সম্পন্ন হইয়াছিল।

তোমার প্রভু স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে যতদিন ব্রজে বাস করিয়াছিলেন ব্রজবাসীদের কিছু মাত্র উপকার করেন নাই আর এখন ত তাঁহার স্বার্থ সাধন হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ অধুনা স্বীয় জ্ঞাতি বর্গের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছেন এখন তাঁহাদের জন্য যাহা করিতেছেন তাহা আর কাহাকে বলিব? (অর্থাৎ ব্রজবাসীগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দুঃসহ দাবানলে দুঃসহ পীড়া দানাদি যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা বলিবার মত মর্ম্মী জন এখানে কেহই নাই তাই সে বিষয় এখানে বলা উচিত মনে করি না)।

শ্রীরোহিণী দেবীর কথা শুনিয়া জরাহত বিচার বিহীনা ধৃষ্টাচারিনী (অর্থাৎ যে দ্রুমিল দৈত্য দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিয়াছিল) কংস জননী পদ্মাবতী শিরঃকম্পন সহকারে বলিতে লাগিল—অহো! কি কষ্টের বিষয়, নির্দ্দয় গোপগণ শ্রীঅচ্যুতকে বাল্যকাল হইতেই দুর্গম কণ্টকারণ্যে গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। কণ্টক বনে ভ্রমণ কালে তাঁহারা ইঁহাকে পাদুকাও দেয় নাই। তিনি কদাচিৎ ক্ষুধায় আকুল হইয়া কিঞ্চিৎ তক্রাদি গোরস পান করিয়াছিলেন বলিয়া যশোদাদি নিষ্ঠুর হৃদয়া গোপীগণ তাঁহাকে গোবন্ধন রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল। এইরূপ যশোদার নিষ্ঠুরতায় ক্ষুধাপীড়িত হইয়া তিনি যদি

প্রতিবেশিনী কোন গোপীর গৃহে কিঞ্চিৎ গোরসাদি পান করিতেন, তাহারা ভীষণ চিৎকার করিয়া যশোদার নিকট নালিশ করিত—"হে যশোদে! তোমার এই বালক অসময়ে আমাদের বৎস গুলি মুক্ত করিয়া দেয়; ভৎর্সনা করিলে হাসিতে থাকে, কখনও চুরি করিয়া দধি দুগ্ধাদি ভক্ষণ করে এবং বানর-দিগকে ভাগ করিয়া দেয়" ইত্যাদি কথা (ভাগবতে) প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীকৃষ্ণ কি করিবেন বাল্যকাল বলিয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাদের গোপালনাদি করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ দারুণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন এখন আর তিনি তাদের সম্বন্ধে কি করিতে পারেন?

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! পরম গম্ভীর চিত্তা শ্রীরোহিনী দেবী পদ্মাবতীর বাক্য অগ্রাহ্য করতঃ শ্রীউদ্ধবের প্রতি কহিলেন হে উদ্ধব! তোমার প্রভু এখন শত্রুবর্গ বিনাশ করিয়া যাদব কুলের রাজধানীতে রাজরাজেশ্বর হইয়াছেন এবং দ্বারকায় বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছেন। এখন দেবতাবৃন্দও তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন, হায়! তিনি এক্ষনে আর সেই দীন ব্রজবাসীগণের কথা স্মরণও করেন না।

শ্রীরোহিণী দেবীর বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা রুক্মিনী দেবী বলিলেন মাতঃ! আপনি নবনীত কোমল প্রভুর অন্তরের ভাষা না জানিয়াই কেন এসকল কথা বলিতেছেন? আমি বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় যে সকল বৃত্তান্ত প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং যে সকল অপূর্ব্ব চেষ্টাদি সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি তাহা

আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুণ। প্রভু রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থাতেও কত কি ব্রজের কথা বলিয়া থাকেন, কখনও প্রীতি-ভরে মধুর স্বরে গঙ্গা যমুনা শ্যামলি ধবলি বলিয়া ধেনুগণকে আহ্বান করেন, আবার কখনও বা মনোহর ত্রিভঙ্গ সুন্দর আকারের অভিনয় করেন। কখনও বলেন 'মাতঃ! আমায় নবনীত দাও' কখনও বা আমাকেই 'অয়ি শ্রীরাধে' 'শ্রীললিতে' বলিয়া সম্বোধন করেন। আবার কখনও 'অয়ি চন্দ্রাবলি তোমার একি আচরণ, তুমি কি আমায় বঞ্চনা করিতেছ?' এই কথা বলিয়া আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেন। কখনও বা অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করেন আবার কখনও বা নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা হইতে উঠিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকেন, আমরা তাঁহার সেই রোদনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুঃখ শোক রূপ মহা-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকি।

(এস্থলে বিচার্য্য এইযে, শ্রীভগবান্ প্রেমেরই বশ, কিন্তু প্রেমের জাতী ও পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বশ্যতার তারতম্য হইয়া থাকে। ব্রজবাসীগণের—সর্ব্বোপরি শ্রীরাধাদি ব্রজ-গোপীগণের প্রেম পরম মহান্। এই জন্য তাঁহাদের প্রতি শ্রীভগ-বানের সর্ব্বাধিক বশ্যতাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময়েই শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জ্বালা ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহার কারণ এক প্রেমরসেই বিরহ ও মিলন দুইটি মাধুরী। উপাদান প্রেম, অতএব দুইটি অবস্থার মধ্যেই ঘনীভূত আনন্দ অনস্যুত রহিয়াছে আচার্য্য পাদগণ কৃষ্ণ বিরহকে 'রস'

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কারণ বিরহ মিলন রসের পুষ্টি কারক।* ব্রজ সুন্দরীগণে বিরহেরই প্রাধান্য। এই বিরহই তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবকে বিশ্বে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। যেমন একটি বৃহৎ হস্তী যখন স্বচ্ছন্দ ভাবে পথে চলে, তখন তাহার শরীরে কত বল আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন সেই হস্তী তার স্বচ্ছন্দ গতির বাধক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, এবং সেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য যথাসাধ্য রূপে শরীরের সামর্থ্য প্রকাশ করে, তখন সেই হস্তীর সামর্থ্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হয়। তদ্রূপ মিলনকালে প্রিয়তমকে যথেচ্ছ রূপে আস্বাদন করিতে পারা যায় বলিয়া সেই অবস্থায় অনুরাগের বল বা পরিমান বুঝিতে পারা যায় না, বিরহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যখন ইচ্ছানুরূপ নিজ প্রিয়তমকে আস্বাদন করিতে পারে না। তখনই আন্তরিক আকুলতাময় অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ

---

* "শ্রীউজ্জ্বলের "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" ইত্যাদি শ্লোকের আনন্দ চন্দ্রিকা টিকায় লিখিত আছে যে "প্রশ্ন হইতে পারে, বিরহ যদি সম্ভোগ রসের পুষ্টি কারকই হয়, তাহা হইলে বিরহকে সম্ভোগের অঙ্গ না বলিয়া পৃথক ভাবে 'রস' সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ কি ? এ প্রশ্নের সমাধান এইযে, বিরহ কেবল সম্ভোগ রসের পুষ্টি-কারকই নহে, কিন্তু বিরহ দশায় রতি প্রেমাদি স্থায়ি ভাব যুক্ত নায়ক নায়িকার পরস্পরের নিবিড় স্ফুরণাদিতে সাক্ষাৎ সম্ভোগ রস অপেক্ষাও কোন এক চমৎকারিত্ব পূর্ণ আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে বলিয়া বিরহকে পৃথক্ 'রস' রূপে আখ্যা প্রদান সমীচীন হইতেছে।"

পায় বলিয়া রসিক সমাজ সেই অনুরাগের বল চিনিয়া লইতে পারেন। শ্রীভগবান যেন বিরহ মন্দর দ্বারা তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু মন্থন করতঃ সেই সিন্ধু গর্ভে নিহিত মহামূল্য বিচিত্র ভাব রত্নরাজী তুলিয়া জগতের প্রেমিক ভক্তগণের কণ্ঠে উপহার দিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রেমের স্বভাবই হইতেছে প্রেমিককে স্বীয় প্রিয়তমের অনুভব প্রদান করা। বিয়োগ দশায় বাহিরে বিরহ জ্বালা, কিন্তু অন্তরে প্রিয়তমের অনুভব রূপ নিবিড় আনন্দের উপভোগ। এই জন্য মহাজন বলিয়াছেন—"ব্রজ গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জ্বালা প্রেম রাজ্যের সকল আনন্দের মস্তকোপরি সহর্ষে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে।" ইহাই তাঁহাদের প্রেমের বিষামৃতে একত্র মিলন রূপ বিচিত্র অবস্থা। অতএব প্রেমবশ্য শ্রীভগবান দ্বারকায় অবস্থান কালেও ব্রজসুন্দরীগণের সেই অপূর্ব্ব প্রেমরস এই ভাবেই আস্বাদন করিতেছেন।)

শ্রীরুক্মিণী দেবী কহিলেন মাতঃ! আজও প্রভু রাত্রি কালে কি এক স্বপ্ন দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিমনা হইয়াছেন এবং স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বদন কমল আবৃত করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় শয্যায় শায়িত আছেন, হায় এখনো তিনি নিত্য কৃত্যাদি কিছুই করেন নাই।

শ্রীরুক্মিণী দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসত্যভামা দেবী যেন ঈর্ষাভরে সপত্নীগণের সহিত বলিলেন—হে ভামিনি!

আপনি কি প্রলাপ বাক্য বলিতেছেন ? প্রভু কি কেবল নিদ্রা-তেই তাদৃশ আচরণ করেন ? তিনি জাগ্রত অবস্থাতেও নিদ্রি-তের ন্যায় সেই সেই আচরণ করিয়া থাকেন। হে ভগিনি ! আমরা প্রভুর নাম মাত্র ভার্য্যা; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ব্রজরমণী গণের দাসীগণও আমাদের অপেক্ষা প্রভুর সমধিক প্রিয়।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ ! মহিষীগণের বাক্য শ্রবণ করতঃ গোকুল বান্ধব শ্রীবলদেব যেন রোষ সহকারে বলিলেন, অয়ি বধুগণ ! আমরা ব্রজবাসীগণের সহজ দৈন্য বার্ত্তা কথনে তৎপর হইয়াছি বলিয়া ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে বঞ্চনার নিমিত্ত ঐ প্রকার স্বপ্ন চরিতাদি রূপ কপট চাতুরী প্রকাশ করিতেছেন। আমি ব্রজবাসীগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত ব্রজে গিয়া তথায় দুইমাস অবস্থান করিয়া বুঝিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কেহই তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পাদনে সমর্থ নহেন, অতএব এখানে আসিয়া তাঁহাকে কাতরতার সহিত বলিলাম "ভাই শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে গমণ করিয়া ব্রজবাসীগণের জীবন রক্ষা কর।" তিনি বলেন 'যাইব' কিন্তু তাহার হৃদয়ের ভাব ঠিক সেরূপ নহে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্বর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রিয়জনের প্রেম পরাধীনতা বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে শয্যা হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রফুল্ল কমল সদৃশ নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রু-ধারা পতিত হইতে লাগিল তিনি গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন—

সত্যই আমার হৃদয় মহাবজ্রসার দ্বারা গঠিত, যে হেতু এই হৃদয় এখনও দ্বিধা বিদীর্ণ হইতেছে না। সেই ব্রজবাসীগণ বাল্যাবধি আমায় লালন পালন করিয়াছেন কিন্তু আমি এতাদৃশ নিষ্ঠুর যে তাঁহাদের সেই অসাধারণ প্রেম বিস্মৃত হইয়াছি তাঁহাদের কিঞ্চিৎ হিত সাধন করা দূরে থাকুক, সেই মৃদুল স্বভাব ব্রজ বাসীগণের অত্যন্ত দুঃখই উৎপাদন করিতেছি। হে ভ্রাতঃ ! উদ্ধব ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমারও প্রিয়, শীঘ্র বল আমি কি করি, এই শোক সাগর হইতে আমায় উদ্ধার কর।

শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন মাতঃ ! শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে পাছে গোকুল গমণের কথা বলেন সেই আশঙ্কায় তাঁহার উত্তর দানের পূর্ব্বেই পুত্র বৎসলা শ্রীদেবকী দেবী বলিলেন, হে বৎস ! সুহৃত্তম ব্রজবাসীগণ যাহা যাহা অভিলাষ করেন তুমি তাহা-দিগকে তাহাই প্রদান কর। এই বাক্য শ্রবণ করতঃ যদুরাজ মহিষী পদ্মাবতী পূর্ব্বে রোহিণী কর্ত্তৃক অবহেলিতা হইয়াও রাজ্য দান ভয়ে পরিহাস ব্যঞ্জক বাক্য ভঙ্গি দ্বারা প্রভুর চিত্তের সুস্থতা সম্পাদন ছলে বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার মন্ত্রনা শ্রবণ কর। তোমরা দুই ভ্রাতা নন্দ গোপের গৃহে বাস করিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ, তাহার মধ্যে তিনি তোমাদের গোরক্ষার জন্য প্রাপ্য কিছু দিন বা না দিন যদুরাজ গর্গমুনির দ্বারা গণনা করাইয়া কণাণুকণার সহিত তাঁহাদের প্রাপ্যের দ্বিগুণ করিয়া প্রদান করিবেন। শ্রীভগবান এই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ব্রজবাসীগণের প্রতি তাঁহার কি কর্ত্তব্য, শোকাতুর

হইয়া তদ্বিষয়ে শ্রীউদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদ্বদ্বর ! তুমি ব্রজবাসীগণের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত আছ তাঁহাদের অভিপ্রায় কি তাহা আমার নিকট বল ।

শ্রীউদ্ধব অনুতাপের সহিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন হে প্রভো ! ব্রজবাসীগণ কেবল আপনাকেই চাহেন, তাঁহারা কি রাজরাজেশ্বরত্ব, কি বিভূতি সকল, কি স্বর্গীয় সম্পদ কি ইহলোকের সম্পদাদি কোন বস্তুরই কামনা করেন না । আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, তথায় আপনার শুভাগমন ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই ব্রজবাসীগণের জীবন রক্ষা হইবে না । তাঁহারা আপনাকে পাইবার জন্য নিখিল ভোগাদি ত্যাগ করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আপনার অগ্রজকেই জিজ্ঞাসা করুন ।

শ্রীউদ্ধবের উক্তির মর্ম্ম এই যে, ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের উপযোগী **'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর'** রূপেই পাইতে ইচ্ছা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে অন্যত্র অন্যবেশে পাইলেও তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতে পারেন না । এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালে তাঁহারা কৃষ্ণ বিরহে প্রাণান্তকর দুঃখ-ভোগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য মথুরায় যান নাই। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী স্বসুখ বাসনা গন্ধ রহিত পরম বিশুদ্ধ প্রীতিই ইহার একমাত্র কারণ। তাঁহারা মনে করেন, ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র কখনও আনন্দ পাইতে পারেন না। অন্যত্র কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও

তিনি এই সব ব্যবহার করিতেছেন ইহাই তাঁহাদের শুদ্ধ প্রেম ভাবিত হৃদয়ের বিশ্বাস। এমতাবস্থায় তাঁহারা যদি ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যান, তবু তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের সেবা লালন পালনাদি প্রীতি ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবেন না তাহাতে তাঁহাদের দুঃখই বাড়িবে এবং তাঁহাদের দর্শনে ব্রজবিহারের পূর্ব্বস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ অনেক গুণে বাড়াইয়া দিবে, একথা ভাবিয়াও তাঁহারা অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাওয়ার সংকল্প করিতে পারেন না। ব্রজে গমন করিয়া শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসীগণের এই বিশুদ্ধ প্রেম ব্যবস্থার স্বয়ং অনুভব করিয়া আসিয়াছেন তাই বলিলেন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ আগমন না করিলে অন্য কোন উপায়েই তিনি ব্রজবাসীগণকে সুখী করিতে পারিবেন না।)

শ্রীউদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া শ্রীবলদেব ব্রজ ভূমির স্মরণে ধৈর্য্য ধারণে অসমর্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন হে ভ্রাতঃ! ব্রজবাসী গোপ গোপীগণের কথা কি, তোমার বিরহে সেখানে তোমার প্রিয় গাভী সকল, মৃগকুল, বিহঙ্গমকুল, কদম্বাদি বৃক্ষ সমূহ, লতা সকল, তৃণ মণ্ডিত ক্ষেত্র সকলও তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। সরোবর শুষ্ক হইয়াছে পর্ব্বতাদিও দিন দিন ক্ষীণতর হইতেছে। মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তোমার সত্য বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমার দর্শনাশায় জীবন ধারণ করিতেছে। যমুনা শুষ্ক প্রায় হইয়াছেন, উন্নত গিরি-

রাজও ভূতল গত হইয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! আর অধিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিও না এখনও যদি তুমি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না কর, তবে যমই সত্বর তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা স্নান ভোজন পানাদি ত্যাগ করিয়াছেন অতঃপর শুষ্ক মহাবনের দাবাগ্নিই তাঁহাদের গতি হইবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মৃদুল স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের কণ্ঠ ধারণ করতঃ মহা দীনবৎ রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার অঙ্গরাগ ধৌত হইতে লাগিল। এই ভাবে তিনি বলদেবের সহিত রোদন করিতে করিতে ভুমিতলে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে শ্রীরোহিণী, উদ্ধব, দেবকী, রুক্মিনী-সত্যভামা প্রভৃতি অন্তঃপুর বাসী সকলেই রোদন করিতে করিতে বিকলতা প্রাপ্ত হইলেন। অন্তঃপুর হইতে রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনাদি যাদবগণ বসুদেবাদির সহিত দ্রুতবেগে তথায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ অবস্থায় দর্শন করিয়া সকলেই বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় (পূর্ণ)

শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন হে মাতঃ! এই প্রকারে যাদবগণ সপরিবারে রোদন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের সেই রোদন ধ্বনি ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইল। তথায় তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার মত অন্য কেহই নাই, সুতরাং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদ পুরাণাদি পরিবারবর্গ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীব্রহ্মা সবিস্ময়ে দেখিলেন, নিজ পিতা মহানারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব মোহ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রভুকে প্রিয়তম জনের প্রণয় কাতর এবং স্বীয় নিগূঢ় প্রেম মাধুরী প্রকটনে উদ্যত দেখিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া ক্ষণকাল রোদন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোবৎস হরণ কালে তত্রস্থ প্রিয় পরিকর বর্গের সহিত প্রভুর যে নিরুপম লীলামাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন তাহার সমুজ্জল চিত্রখানি স্বীয় হৃদয় পটে ফুটিয়া উঠিল। পরে তিনি যত্ন সহকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রভুর স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই সেই উপায় নিজ হৃদয়ে অবধারণ করিলেন। সেই স্থানে বিনতানন্দন শ্রীগরুড়ও বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাকে যত্নের সহিত সংজ্ঞা প্রাপ্ত করাইয়া বলিলেন হে বৈনতেয়! লবণ সমুদ্রের মধ্য স্থানে রৈবতক পর্ব্বতে শ্রীবিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত শ্রীনন্দ যশোদাদি গোপ গোপীর এবং গোযুথের প্রতিকৃতির দ্বারা সমলঙ্কৃত নববৃন্দাবন নামে

একটি স্থান আছে, উহা মথুরা মণ্ডলের অন্তর্গত সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের মতই বিরাজমান। এক্ষণে তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রজের সহিত এই অবস্থাতেই সযত্নে ধীরে ধীরে সেই কৃত্রিম বৃন্দাবনে লইয়া যাও। একাকী শ্রীরোহিণী দেবী সেখানে গমন করুণ, আর যেন কেহ সেখানে না যান।

ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীগরুড় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে ধীরে ধীরে স্বীয় পৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ বৈরতক পর্ব্বতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে শ্রীবলদেবের কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল। শ্রীবসুদেবাদি যাদবগণ শ্রীব্রহ্মা কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। সেই রচিত বৃন্দাবনে যেখানে সাক্ষাৎ বিরাজিতের ন্যায় গোপ গোপীর মূর্ত্তি রহিয়াছে, গরুড় ধীরে ধীরে শ্রীনন্দ নন্দন কে পৃষ্ঠ হইতে সেই স্থানে নামাইয়া পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিলেন। পুত্রবৎসলা দেবকী, রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি দেবীগণ ও সেই পদ্মাবতী তাদৃশ দশা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীউদ্ধবের সহিত সেই নব বৃন্দাবনে আগমন করিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার প্রার্থনায় দৃষ্টি পথের অন্তরালে থাকিয়া ঘটনাবলি দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীনারদ নিজেকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া দেবতাগণের সঙ্গে আগমন করিলেন না, বা যাদবগণের সঙ্গেও গমন করিলেন না, পরন্তু কৌতুহল বশতঃ শ্রীভগবানের লীলা মাধুর্য্য অনুভবের জন্য আকাশে অন্তর্হিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীগরুড় অলক্ষিত ভাবে আকাশে থাকিয়া স্বীয় পক্ষ দ্বারা

ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক শ্রীপ্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীবলরাম ক্ষণকাল মধ্যেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শ্রীব্রহ্মার এই কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। অর্থাৎ ব্রজবাসীগণের বিরহের তীব্রতায় শ্রীভগবানের এতাদৃশ প্রেম মূর্চ্ছার উদয় হইয়াছে, কাজেই শ্রীবৃন্দাবন এবং ব্রজবাসীগণের মিলনানুভব ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই এই প্রেম মূর্চ্ছার অপগম হইবে না। যে জাতীয় প্রেমের স্মৃতিতে এই মূর্চ্ছার উদয়, সেই জাতীয় প্রেমিকের মিলনানুভূতিই বর্ত্তমানে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এমতাবস্থায় তাঁহাকে মথুরা মণ্ডলস্থ শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে কারণ সেই চির বিরহতাপিত ব্রজবাসীগণ তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে না জানি কোন এক অভাবনীয় দশায় উপনীত হইবেন, তাহাতে তাঁহার প্রেম মূর্চ্ছার অপনোদন হওয়া দূরে থাক; হয়ত কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থারই উদয় হইবে। এই জন্য শ্রীব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত কৃত্রিম বৃন্দাবনে যেখানে শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ গোপীগণের মনি প্রস্তরাদি নির্ম্মিত অবিকল প্রতিকৃতি বিরাজিত এবং বৃক্ষলতাদি অন্যান্য নৈসর্গিক দৃশ্যও শ্রীবৃন্দাবনেরই অনুরূপ, শ্রীবলদেব ও রোহিণী সহ তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া ব্রজলীলার সুমধুর চিত্র প্রেমময়ের মানস পটে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার প্রেমমূর্চ্ছা অপনোদনের ইচ্ছা করিয়াছেন। শ্রীবলদেব ব্রহ্মার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত প্রথমতঃ নিজের মুখকমল প্রক্ষালন করিলেন পরে অনুজের বদন কমল মার্জ্জনা করিয়া দিলেন।

অতঃপর ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের জঠর পটে বংশী সংন্যস্ত করিলেন, কুক্ষিপটে শৃঙ্গ, বেত্র, কণ্ঠে কদম্ব পুষ্পের মালা, মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের চুড়া এবং কর্ণদ্বয়ে নবগুঞ্জা নির্ম্মিত অবতংস অর্পণ করিলেন। এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সামগ্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ রচনা করিয়া বলপূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠাইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ ! ভ্রাতঃ ! উঠ, উঠ, জাগরিত হও ; দেখ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, মাতা, পিতা স্নেহবশতঃ তোমায় কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। আরও দেখ এই সকল গোপিকাগণ তোমার মুখকমল দেখিয়া পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি যেন বলিতেছে ; ইহারা নিশ্চয়ই তোমাকে উপহাস করিতেছে। শ্রীবলদেব এই প্রকারে বারংবার লালনাদি সহকারে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া বসাইলেন। এইরূপে বলরাম কর্ত্তৃক উত্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণের পর চৈতন্যলাভ করিয়া সবিস্ময়ে 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে শয্যা হইতে গাত্রো-ত্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নয়ন কমল উন্মীলন করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সম্মুখে পিতা নন্দকে দেখিয়া লজ্জাবনত বদনে প্রণাম করিলেন। আর পার্শ্ববর্ত্তিনী মাতা যশোদা যিনি স্নেহবশতঃ তাঁহার বদনে যেন নির্ণিমেষ দৃষ্টি অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন ; তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—মাতঃ ! আমি আজ

প্রভাতে জাগ্রতের ন্যায় কত কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দেখিলাম, যেন এখান হইতে মথুরায় গমন করিয়া দুষ্ট কংসাদিকে নিধন করিয়াছি। হে মাতঃ! যেন মহাসমুদ্র তীরে দ্বারকা নাম্নী মহাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছি ইত্যাদি বহু কিছু দেখিলাম, এখন বন গমন সময়ে আর তাহা শীঘ্র বলিতে পারি না। যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন তবুও (প্রতিমারূপী) মাতা নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ মনে করিলেন, আমার নিদ্রা বাহুল্য বশতঃ অস্বাস্থ্য আশঙ্কায় হয়ত মাতা দুঃখ পাইয়াছেন; তাই শ্রীভগবান মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—মা, দীর্ঘকাল ব্যাপী মনোহর স্বপ্ন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় অন্যান্য দিনের ন্যায় যথাসময়ে শয্যা হইতে উঠিতে পারি নাই। শ্রীবলদেবের প্রতি কহিলেন—হে আর্য্য! আপনি যদি সেই মহাশ্চর্য্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে না করেন তবে বনে গমন করিয়া আপনাকে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব। (এস্থলে শ্রীভগবান মথুরা এবং দ্বারকা-লীলাকে যে স্বপ্নবৎ মনে করিতেছেন তাহার মর্ম্ম বোধহয় এই-রূপ যে, আনন্দ মুরতি শ্রীভগবান ভক্তের প্রেমভক্তির রস-মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত চির উৎকণ্ঠিত। শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হয় "ভগবান ভক্ত ভক্তিমান।" তিনি স্বভাবতঃই ভক্তের প্রীতিরসের বিষয় হইয়াও ভক্ত হৃদয়স্থ ভক্তির জাতী ও পরিমাণ অনুসারে ভক্তকে প্রীতি করিয়া থাকেন। ভগবৎ প্রীতি সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই প্রকার। সোপাধিক

প্রীতির বিমলতা নাই বলিয়া, তাহার আস্বাদনও বিমলতা হীন। আর যে স্থলে নিরুপাধিক প্রীতি, সে স্থলে আস্বাদন বা রসও বিমল। এক প্রীতি গর্ভে উপাধি বহু প্রকার থাকিলেও, মুখ্যতঃ তাহা দুই প্রকার। প্রথমটি প্রীতিমান্ ভক্তের স্বসুখ তাৎপর্য্য, দ্বিতীয় শ্রীভগবানের অলোক সামান্য ঐশ্বর্য্য অবলম্বনে প্রীতি। যেমন কোনও গায়কের গান করিবার ক্ষমতার দৃষ্টিতে যে স্থলে তাহার প্রতি প্রীতি জন্মে, সে স্থানে ঐ ব্যক্তিকেই প্রীতি করা হয় না, তাহার গান করিবার শক্তিটিকেই প্রীতি করা হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবানের অসীম মহিমার দিকে তাকাইয়া যে প্রীতি করা হয় তাহা সোপাধিক। সর্ব্ব প্রকার নিরুপাধি প্রীতির একমাত্র আস্পদ ব্রজবাসীগণ। তাঁহাদের প্রীতিতে উল্লিখিত দুই প্রকার উপাধির গন্ধ মাত্রও নাই। তাই প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের নিরুপাধি এবং পরিমাণ গত উন্নত প্রেমে সর্ব্বাধিক বশীভূত হইয়া থাকেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" এই গীতোক্তি অনুসারে ব্রজবাসীগণ সব ভুলিয়া যেমন শ্রীগোবিন্দেই তন্ময়তা প্রাপ্ত, তেমনি শ্রীগোবিন্দও সব ভুলিয়া ব্রজবাসীগণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি বড় প্রেম পাইলেও ছোট প্রেমের প্রতি কখনও উদাসীন হইতে পারেন না—ইহা তাঁহার স্বরূপ সিদ্ধ ধর্ম্ম। দেবকী বসুদেবের প্রতি উদাসীন হইলে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য গুণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এই জন্য কংসাদি অসুরগণের অত্যাচার হইতে নিপীড়িত যাদবগণকে মোচন

করিবার নিমিত্ত অনাবিল প্রীতিরসের ধাম ব্রজ ছাড়িয়াও মথুরাদিতে গমন করতঃ কংস বধাদি লীলা করিয়াছেন। কিন্তু তথায় অবস্থান করিলেও যখন নির্ভর ব্রজলীলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়; তখন মথুরাদিতে অনুষ্ঠিত লীলাবলি সেই বিশুদ্ধ প্রীতিরসোজ্জ্বল ব্রজলীলার নিকটে স্বপ্নের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে বা হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই দ্বারকাদি লীলা হইতে বিশুদ্ধ প্রেমরসময়ী ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্য। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন হে মাতঃ! এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বলদেবকে সাদর সম্ভাষণ ও জননীকে অভিবাদন করিয়া বন্য-ভোজনের উপযোগী খাদ্য সামগ্রীর অভিলাষে হস্ত প্রসারন করিলেন। বিচক্ষণা শ্রীরোহিণী দেবী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে বৎস! অদ্য তোমার মাতা তোমার নিদ্রাধিক্য চিন্তা করিয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন, কারণ তুমিই তাঁহার এক মাত্র সন্তান। অতএব তাঁহার সহিত এখন আর অধিক কথাবার্ত্তায় প্রয়োজন নাই। গাভী ও গোপবালকেরা অগ্রেই বনে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, তুমি এক্ষণে তাহাদের অনুসরণ কর। আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া বনে পাঠাইয়া দিতেছি। স্নেহময়ী শ্রীরোহিণী দেবীর কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ প্রতিমা রূপা যশোদার করতলস্থিত শ্রীবিশ্ব-কর্ম্মা রক্ষিত নবনীত হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে চুরি করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি গাভী-গণের সহিত অগ্রেই গমন করায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া

স্বয়ং তাহা ভক্ষণ করিলেন না। এই প্রকারে বনের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পরিহাস বাক্যে গোপীগণকে সম্ভাষণ করিলেন। পরে বেণুনাদে গাভী সকলকে রোধ করতঃ সখীগণের সহিত বর্ত্তমানা শ্রীমতি রাধিকাকে প্রাপ্ত হইয়া মৃদুহাস্য ও পরিহাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—হে প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, আমায় নির্জ্জনে পাইয়াও তুমি আমার সহিত কেন কথা বলিতেছনা? তবে কি তুমি মানিনী হইয়াছ? আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? ওহো! বুঝিয়াছি—তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তাই অদ্যকার আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমূল পরিজ্ঞাত হইয়াছ। হে প্রিয়তমে! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমায় ত্যাগ করিয়া সুদূর দ্বারকায় গমন করিয়াছি এবং তথায় আমার জন্য মরণোদ্যতা অনেক রাজপুত্রীগণকে বিবাহ করিয়াছি। এই রূপে আমার বহু বহু পুত্র পৌত্রাদি জাত হইয়াছে। আপাততঃ সে সকল কথা থাক্, আমি এখন সত্বর বনে গমন করিতেছি। অদ্য প্রদোষে আমি তোমায় আনন্দিত করিব। এই প্রকার প্রতিমা রূপা শ্রীরাধিকাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া শ্রীনন্দনন্দন শ্রীরাধার গাত্রে পুষ্প নিক্ষেপ করিতে করিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ তাঁহাকে চুম্বনের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং অগ্রগামী গো ও গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীদেবকী দেবী যখন শ্রীকৃষ্ণের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহামনোহর মুরলী বাদন পরায়ণ অদ্ভুত ব্রজবেশ দর্শন করিলেন,

তখন বৃদ্ধা হইলেও স্নেহভরে তাঁহার স্তন্য হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। শ্রীরুক্মিনী জাম্ববতী প্রভৃতি কতিপয় মহিষী সেই অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে মহাপ্রেমে ধৈর্য্যচ্যুত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভুমিতলে পতিতা হইলেন। বৃদ্ধা পদ্মাবতী সত্যভামার সহিত কামবেগে মত্ত হইয়া বারংবার বাহু প্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় করিতে করিতে শ্রীহরিকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন। আদিত্য সুতা বুদ্ধিমতী কালিন্দী দেবী ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশাদির পূর্ব্বানুভব হেতু অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ শ্রীউদ্ধবের সহায়তায় সেই দুইজনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক পথরোধ করিলেন।

(শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ দর্শনে ইঁহাদের এতাদৃশ উন্মাদনার হেতু এইযে, ব্রজলীলায় শ্রীভগবানের যে অনন্য সাধারণ রূপ-মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা মথুরা দ্বারকাদিতে প্রকাশিত হয় না। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন—

লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের অসাধারণ রূপ মাধুরী, লীলা মাধুরী, বেণু মাধুরী এবং প্রেমমাধুরী ব্রজেরই অনন্য সাধারণ সম্পদ! "অসমানোর্দ্ধ রূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচরঃ" স্থাবর জঙ্গমের মোহনকারী শ্রীশ্যাম সুন্দরের এই বন্যবেশের তুলনা নাই। মরকত মণি নিন্দিত অঙ্গ কান্তি, শিরে শিখিপাখা, মুখখানি চিত্রমুগ্ধ হাস্যমধুর, নেত্র যুগল ভাববিলাসে সতৃষ্ণ কটাক্ষ

যুক্ত, গতি বিন্যাস মত্তগজ অপেক্ষাও শ্লাঘণীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—"যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবণ সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ" (চৈঃ চঃ)। শ্রুতির সেই "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের দেবতার রসমাধুরীর পূর্ণতম অভিব্যক্তি ব্রজলীলায়। তাঁহার ভুবন মোহন রূপে, সুমধুর বংশীতানে পক্ষী, মৃগ, গবাদি পশুগণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। এমন কি দর্পনাদিতে স্বীয় রূপ মাধুরী দর্শনে তিনি নিজেও বিমোহিত হইয়া যান।

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম!" (চৈঃ চঃ)।

এই জন্য বিশ্ব বিমোহন শ্যামসুন্দরের সেই বন্যবেশ দর্শনে তাঁহাতে তাদৃশ স্থায়ীভাব-শূন্যা পদ্মাবতীর পর্য্যন্ত কন্দর্প চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছিল, সে স্থলে মহিষীগণের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব দশার উদয় হইবে—তাহাত বলাই বাহুল্য)।

এদিকে শ্রীভগবান গোচারণ করিতে করিতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে সম্মুখে লবন সমুদ্র নিরীক্ষণ করতঃ যমুনা ভ্রমে আনন্দিত হইয়া ঐ স্থানে জলবিহারের নিমিত্ত সখাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—হে শ্রীদাম, হে সুবল, হে অর্জ্জুন, হে সখাগণ, তোমরা কোথায় গিয়াছ? এস, আমরা গাভী সকলকে জলপান করাইয়া এই মধুর অমল শীতল সলিল বাহিনী যমুনাতে অবগাহন করিয়া সুখে বিহার করি। এই প্রকারে শ্রীঅচ্যুত গাভী সকলের সহিত অগ্রসর হইয়া কোলাহল যুক্ত

তরঙ্গ মালা সমাকুল সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঐ সমুদ্রের তীরে প্রকাশমানা স্বকীয় মহাপুরী দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—একি ? আমি কোথায় রহিয়াছি ? আমি কে ? এই প্রকার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যখন বার বার জল্পনা করিতে লাগিলেন তখন শ্রীমৎ বলদেব বলিলেন—প্রভো বৈকুণ্ঠেশ্বর ! আত্মানুসন্ধান কর, তুমি দেবগণের প্রার্থনায় ভুভার হরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব সম্প্রতি দুষ্টগণকে সংহার ও শিষ্টগণকে পালন কর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিস্তার কর ।

(এ স্থলে শ্রীবলদেবের শ্রীভগবানকে "বৈকুণ্ঠেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এইযে, ব্রজবাসীগণের প্রেমমুগ্ধ শ্রীভগবান বর্ত্তমান শ্রীনন্দনন্দন আবেশে আত্মহারা, তাই শ্রীবলদেব "বৈকুণ্ঠেশ্বর" বলিয়া আহ্বান করিয়া ধরাভার হরণাদি কর্ত্তব্যের স্মৃতি জাগাইয়া প্রেমমুগ্ধ ভগবানের হৃদয়ে রসান্তরের সৃষ্টি করতঃ তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যদিও শ্রীভগবান্ গোলক হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজবাসীগণের সহিত বৃন্দাবন বিহারাদি দ্বারা অসমোর্দ্ধ রসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, তথাপি ব্রজবিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণে পুনরায় তাদৃশ মোহদশার উৎপত্তি হইতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীবলদেব উহা প্রকাশ করিলেন না। আবার স্বয়ং ভগবানের অবতার কালে শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরাদি সর্ব্ব ভগবৎ

স্বরূপই বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনন্দনন্দনের সহিত একীভূত হইয়া থাকেন বলিয়া তত্ত্বতঃ শ্রীনন্দনন্দনকে বৈকুণ্ঠে-শ্বরাদি সংজ্ঞা প্রদান করিলে কোন দোষ হয় না। "সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী।") (চৈঃ চঃ)

শ্রীবলদেব বলিলেন, তুমিই যুধিষ্ঠিরাদিকে রাজচক্রবর্ত্তী-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে অনুশাল্বাদি দুষ্টগণের বিপুল বিক্রমে তিনি ভীত হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র যাদব-গণ সহ তথায় গমন করিয়া দুষ্টগণকে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হও, তোমার সহিত বৈরতার জন্যই তাহারা তোমার প্রিয় অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরাদিকে পীড়ন করিতেছে।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন মাতঃ! শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে রসান্তরে লইয়া গিয়া সুস্থ করিবার জন্য যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—ভ্রাতঃ! সেই অনুশাল্বাদি কোন্ তুচ্ছ, আমি একাকী গিয়াই তাহাদের নিধন করিব। আপনি আমার এই প্রতিজ্ঞা বাক্য বিশ্বাস করুণ। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে প্রেমমুগ্ধ ভাব পরিহার করিলেন ও চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে নিজেকে যাদবেন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন। অতঃপর তাঁহার ইহাও স্মরণ হইল যে, তিনি প্রাসাদাভ্যন্তরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন কিন্তু নিজহস্তে বংশী ও অগ্রজের বস্ত্রবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আরও দেখিলেন পুরীর বহির্ভাগে সমুদ্রতীরে যেন তাঁহারা গোচারণ করিতেছেন। এই রূপে সেই

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত ও সংশয়ান্বিত হইয়া হাস্য করিলেন। তখন তদীয় হৃদয়জ্ঞ শ্রীবলদেব ঈষৎ হাস্যের সহিত তাঁহার প্রেমমূর্চ্ছাদি ও ব্রহ্মা কৃত সমস্ত ঘটনাবলী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে তাকাইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতের ন্যায় মৃহ্-মৃহ্ হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু বলদেব আর কিছু বলিলেন না, ধুলি ধুসর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ মার্জ্জন পূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করাইলেন। এই সময় ভগবৎ ভাব বিজ্ঞ শ্রীগরুড় তথায় সমাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহন করিয়া অলক্ষিত ভাবে নিজ প্রসাদে আগমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীউদ্ধব, শ্রীদেবকী, রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণকে প্রবোধিত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন। কালাভিজ্ঞা মাতা দেবকী পুত্রকে আশীর্ব্বচনে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার ভোগ সম্পাদন জন্য সত্বর গমন করিলেন। প্রভুপ্রিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণ স্তম্ভের আড়ালে অবস্থান করিতে ছিলেন, কেবল সত্যভামা দেবী সেখানে ছিলেন না তজ্জন্য শ্রীভগবান উদ্ধবকে তাঁহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীউদ্ধব বলিলেন প্রভো! রৈবতক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী নববৃন্দাবনে যে সময় আপনার শুভবিজয় হইয়াছিল, সেই সময় আপনার প্রেমতত্ত্ব জ্ঞানহীনজনের দুস্তর্ক্য যে বিচিত্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অবলোকন করিবার জন্য খল স্বভাবা কংসমাতা পদ্মাবতী শ্রীরুক্মিণী প্রমুখ দেবীগণের সহিত

সেই স্থানে কিছু দূরে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান করিতে ছিল। আপনার সেই অপূর্ব্বভাব অবলোকন করিয়া পদ্মা বলিয়া ছিল, ওরে পূণ্যহীনে দেবকি ! ওরে দুর্ভগে রুক্মিণি ! ওরে নীচে সত্যভামে ! ওরে হীন জাম্ববতী প্রমুখ রমণী বৃন্দ ! হায় ! তোমরা কি শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা দেখিতেছনা ? এখন আপনাপন সৌভাগ্যাভিমান ত্যাগ করিয়া সেই আভীরীগণের দাসী হইবার জন্য কঠোর তপস্যা কর। তাহার এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম অভিজ্ঞা দেবকী মাতা বলিলেন, অয়ি মূর্খে ! ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমি পূর্ব্বে বসুদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কে পুত্র রূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়া ছিলাম; সেই তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া-ছেন, কিন্তু নন্দ যশোদা কেবল ভক্তি লাভের জন্যই ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা ভক্তি প্রভাবে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণের কেবল লালন পালন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ ভাব উপযুক্তই হইয়াছে, এই ভাব আমারও প্রিয় হইতেছে। অনন্তর শ্রীরুক্মিণী দেবী সহর্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বভক্তেরই শ্রীভগবানে প্রেম বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীরুক্মিণী দেবী বলিলেন—গোপীগণ ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ বিষয়ে অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া পতি পুত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি রূপ বিবিধ বিলাস বিভ্রমে কোন

এক সুগোপ্য রীতিতে প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ কোনও রহস্যময় প্রেম বিশেষ লাভ করিয়াছেন; যাহা আমাদেরও ভাবযোগে সতত চিন্তনীয় এবং উৎকৃষ্ট সাধন ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। এই জন্য আমাদের অপেক্ষা সেই গোপীগণের প্রতি প্রভুর অধিকতর প্রেম প্রকাশ উপযুক্তই হইয়াছে কারণ আমরা তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, পতি ভাবে ও সম্ভ্রম গৌরবময় ভাবে প্রভুর সেবা করিয়া থাকি; কিন্তু গোপীগণ ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সর্ব্ব বিষয়ে অপেক্ষা রহিত হইয়া পরম বিশুদ্ধ ভাবে প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক এবং উৎকৃষ্ট হওয়াই সঙ্গত মনে করি। শ্রীগোপিকা-গণের ঐ ভাব আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, কারণ পরমোৎ-কৃষ্ট জনের সহিত নিকৃষ্ট জনের সাপত্ন্য-ভাব নিতান্ত অযোগ্য, পরন্তু ঐ ভাববিশেষ আমাদের পরম প্রশংসনীয় বা শ্লাঘা যোগ্যই হইতেছে।

(এই স্থলে শ্রীরুক্মিণী দেবীর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, গোপিকাগণ ইহ পর কালের অপেক্ষা রহিত হইয়া অনুরাগেই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবাহ প্রক্রিয়াত্মক ধর্ম্মে স্বীকৃতা হন নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাদিগকে 'পরকীয়া কান্তা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস-মাধুরী আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে যোগমায়া দ্বারা

স্বীয় আনন্দিনী শক্তিগণকে পরোঢ়া অভিমান প্রদান করিয়াছেন। স্বজন ও আর্য্যপথ হইতে বিচলিত হওয়া কুলবতী রমণীগণের পরম দুঃখের হেতু। তাঁহারা অগ্নি প্রবেশে বা বিষ পানে মরণাদিকে সাদরে বরণ করিতে পারেন কিন্তু পাতিব্রত্য ধর্ম্ম লজ্জাদি ত্যাগ করিতে পারেন না। ব্রজদেবীগণ রাগের অদম্য প্রেরণায় বেদমর্য্যাদা, লোকমর্য্যাদা ও সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্নাদি অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাঁহাদের এই পরকীয়া ভাবে রসিক শেখরের রস আস্বাদনের অসীম বৈচিত্রী ও অনন্তবেদ্যত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই রুক্মিণী দেবী বলিয়াছেন—গোপিকাগণ প্রেমাতুর হইয়া সুগোপ্য প্রণয় সম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সেবা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের (মহিষীগণের) পক্ষে পরম দুর্গম এবং উৎকৃষ্ট ধ্যান ও সাধনার বিষয় হইয়াছে।

এই ব্রজে অনুরাগের প্রবল আকর্ষণে নায়ক নায়িকা উভয়েই নিবিড় প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন, দিনের পর দিন কত প্রেম বৈচিত্র্য, কত রসবিলাস! এইরূপ বিলাস-মাধুরী মহিষীগণের ধারণারও অগোচর। কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণ নিশীথ রজনী যোগে সভয়ে সন্তর্পণে পা বাড়াইতে বাড়াইতে চোরের ন্যায় শ্রীরাধাদি গোপীগণের প্রাঙ্গণকোনে আগমন করতঃ নির্জ্জনে লুকাইয়া বিচিত্র সঙ্কেত শব্দ করিলে গোপীগণ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া শ্বশ্রু প্রভৃতির ভয়ে নিঃশব্দে

দ্বারের অর্গল মোচন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, এবং গাঢ় আলিঙ্গন চুম্বনাদি দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিয়া থাকেন। কখনও বা গুরুজনের জাগরণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সুগুপ্ত মিলন প্রয়াসী বিরহ বিধুর নায়ক নায়িকার হৃদয়াকাশ নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়। আবার কখনও বা দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পুলিনের সঙ্কেতিত কুঞ্জে অভিসার করিয়া কোমল পল্লব পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা রচনা করতঃ গোপীগণের প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকেন—বৃক্ষের শুষ্ক পত্রাদির মর্ম্মর শব্দে প্রিয়ার আগমন উল্লাসে হৃদয় চমকিত হয়; আর গোপীগণও যমুনার জল আহরণাদির ছলে সঙ্কেতিত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া থাকেন। কখনও বা প্রদোষে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদের দুর্ব্বার আকর্ষণীতে উন্মাদিনী হইয়া গোপীগণ আত্মীয় স্বজনাদির বাধা অতিক্রম করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিচিত্র রাসরস মাধুরী আস্বাদন করাইয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। এই রূপ বিচিত্র রস পরিপাটীতে শ্রীকৃষ্ণ সেবা স্বকীয়াকান্তা মহিষীগণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীরুক্মিণী বলিয়াছেন—"ইহা আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় হইতে পারে না। প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ যে পরোঢ়া নায়িকাতে রস স্বীকার করেন না, তাহা প্রাকৃত নায়ক নায়িকা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি কমল নয়না ব্রজাঙ্গণাগণ সম্বন্ধে এই নীতি স্বীকার করা হইবেনা। কারণ

অবতারী রসিক শেখর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহারই স্বরূপ শক্তি ব্রজসুন্দরীগণকে যোগমায়া দ্বারা নিত্যই পরোঢ়া অভিমান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশুদ্ধ অনুরাগটি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার অবিচার ঐহিক পারলৌকিক অপেক্ষা রূপ সর্ব্ববিধ উপাধি রহিত হইয়াছে বলিয়া এই পরকীয়া ভাবটি নিরুপাধি ও অচিন্ত্য। শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হয়, সাধুকুল মুকুট মণি শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণানুরাগের পরিপাটী দর্শনে সানন্দ চমৎকারে বলিয়াছেন—"শ্রীব্রজসুন্দরীগণ যে দুস্ত্যজ্য স্বজন ও আর্য্য পথ উল্লঙ্ঘন কারিণী পদবীকে অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা মুকুন্দ প্রাপ্তির অসমোর্দ্ধ উপায় এবং শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয়।" যাহা শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় তাহা অবশ্যই পরমানন্দ স্বরূপ ও পারমার্থিক নিত্যই হইবে ইহা দ্বারা পরকীয়া ভাবে শৃঙ্গার রসাস্বাদনের অসীম বৈচিত্রী, পরম পুরুষার্থতা এবং নিত্যত্ব স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে।)

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো! অন্যান্য মহিষীগণ শ্রীরুক্মিণী দেবীর বাক্য অনুমোদন করিলেন, কিন্তু সত্যভামা দেবী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ গোপীজন বল্লভ সক্রোধে আদেশ করিলেন, মহামূঢ় সত্রাজিৎ তনয়া সত্যভামাকে এখানে আনয়ন কর। বিদগ্ধা শ্রীসত্যভামা দাসীগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শ্রবণ করিয়া ভূমি শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে করিতে দ্রুত গতিতে প্রভুর পার্শ্বে আগমন করতঃ

নিজ পতিকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অসময়ে মানে প্রবৃত্তা হইয়া ছিলেন বলিয়া লজ্জিতা ও ভীতা হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, শ্রীভগবান তদীয় অঙ্গ সৌরভাদির বিশেষ লক্ষণে তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়া ক্রোধাবেশে বলিতে লাগিলেন—অরে সংকীর্ণ চিত্তে সত্রাজিৎ তনয়ে! তুমি পূর্ব্বে রুক্মিণীর পারিজাত প্রাপ্তিতে যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ ব্রজজনের প্রতি আমার চরম সীমা প্রাপ্ত প্রেম দেখিয়া সেইরূপ মান করিয়াছ? অরে বুদ্ধি-হিণে! আমি যে ব্রজবাসীগণের ইচ্ছানুবর্ত্তী, তাহা কি তুমি জান না? তোমাদিগকে সকলকে পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসীগণ আপনাদিগের মঙ্গল মনে করেন, তাহা হইলে আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, সত্য সত্যই আমি এখনই তাহা করিব।

(এস্থলে জ্ঞাতব্য—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার উপকরণ একমাত্র বিশুদ্ধ আত্মসুখ বাসনা শূন্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান গন্ধহীন প্রেম। মথুরা দ্বারকা বাসীগণের প্রেম ঐশ্বর্য্য জ্ঞান সম্বলিত—কচিৎ আত্মসুখ বাসনা দ্বারা বিদ্ধ কিন্তু ব্রজবাসীগণের আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাসনা শূন্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-গন্ধ হীন বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় প্রেম অতি বিলক্ষণ। তদুপরি সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রেম ভাবরাজ্যে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণের মনে যে সকল সম্ভোগ বাসনা নিরন্তর উদিত হইতেছে, সেই সকল বাসনা সমূহের পুর্ত্তির উপযোগী স্বাভাবিক চেষ্টা সম্পন্ন

যে ভাবময় বিগ্রহ তাহাই গোপীদেহ। অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তমন দেহেন্দ্রিয়াদি শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তির উপকরণেই গঠিত। তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সমর্থারতি বা প্রেম বৈশিষ্ট্যই এই উৎকর্ষের হেতু।

ভগবৎ বিষয়ক সম্ভোগ তৃষ্ণা ভিন্ন মধুরারতি হয় না সেই সম্ভোগতৃষ্ণা আবার কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য কোথাও বা আত্মসুখের জন্য কল্পিত হয়। যে পরিমাণ কৃষ্ণ সুখের জন্য কল্পিত, সেই পরিমাণই রতি নিরুপাধি হইয়া থাকে। আত্মসুখ জন্য কল্পিত সোপাধিক রতিতে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ বশীভূত হন না। ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থা রতিতে আত্মসুখ বাসনার গন্ধ মাত্রও নাই বলিয়া প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে সর্ব্বাধিক বশীভূত হইয়া থাকেন। রসশাস্ত্র কারগণ কৃষ্ণসুখও স্বসুখবাসনার তারতম্যানুসারে মধুরারতিকে সাধারণী, সামঞ্জসা ও সমর্থা সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন।

সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বহু প্রকারে বিদ্ধ হওয়ায় যাহা অতি নিবিড় নহে এবং শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন কদাচিৎ শ্রবণ দ্বারা জাত ও সম্ভোগ তৃষ্ণাই যাহার নিদান বা কারণ এমন যে মধুরা রতি তাহার নাম সাধারনী। যেমন কুব্জা, যখনই কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন তখনই মনে হইল যে, এই পরম সুন্দর পুরুষরত্নের সহিত আমার সঙ্গ হউক—অর্থাৎ স্বসুখ তাৎপর্য্যময় আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তাহার পর মনে হইল যে, যিনি দর্শন দানে আমায় এই প্রকারে সুখী করিলেন তাঁহাকে অন্ততঃ কিছু

কালের জন্য সমুচিত সেবা দ্বারা নিজ অঙ্গ সঙ্গ দানে সুখী করিব এই প্রকার সংকল্পময়ী রতি উপস্থিত হইল। ইহাতে সম্ভোগ তৃষ্ণাই এই রতি উৎপত্তির হেতু সুতরাং সম্ভোগ তৃষ্ণার হ্রাসে রতিরও হ্রাস হইয়া থাকে। ইহা কোন কোন দেবাঙ্গনা, মথুরাঙ্গনা ও বিদর্ভাঙ্গনাগণেও আছে বলিয়া কাহারো কাহারো অভিমত।

যে রতিতে পত্নীত্বাভিমান এবং যাহা প্রায় গুণাদি শ্রবণে প্রাদুর্ভূত হয় এবং কখনও কখনও সম্ভোগ তৃষ্ণা দ্বারা ভেদিত হয় সেই রতির নাম 'সমঞ্জসা'। যেমন রুক্মিণ্যাদির বয়ঃসন্ধি কালে নারদাদির মুখে শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্বাভাবিকী রতি, এবং তৎকালে কামোদগম জন্য সম্ভোগ তৃষ্ণা জাত রতি এই দুইটি যুগপৎ উদিত হয় এই দুইটি একত্র মিলিত হইয়া 'সমঞ্জসা' নাম হয়। পূর্ব্বটি অধিক প্রমাণা পরটি অত্যল্প প্রমাণা অতএব পূর্ব্বটির সহিত মিশিয়া তদাকার হইয়া যায়। মহিষীগণের এই সমঞ্জসা রতি। ইহাদের কোন সময় যদি সম্ভোগ তৃষ্ণা পৃথকরূপে প্রকাশ পায় তখন হাব ভাবাদি সর্ব্ব প্রকার অভিযোগ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে না। তবে যে পরিমাণ প্রেমাংশ সেই পরিমাণই পারে জানিতে হইবে। অর্থাৎ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাববতীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা দর্শনে "আমিও শ্রীকৃষ্ণকে ঐ রূপ বশীভূত করিব" এই আশায় শ্রেষ্ঠ ভাববতীগণের ন্যায় কটাক্ষ হাবভাবাদি প্রকাশ করেন, কিন্তু হৃদয়ে ঐ জাতীয় প্রেম

নাই সুতরাং হাবভাবাদি অভিনয়ের মত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেরই বশ, তিনি কাহারো প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। সুতরাং মহিষীগণের যে পরিমাণ শুদ্ধ প্রেম সেই পরিমাণই বশীভূত হন অনুকরণ দেখিয়া বশীভূত হন না।

সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কোন বৈশিষ্ট্য যুক্ত সম্ভোগেচ্ছা (নিজেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ রূপ প্রীতিময় ইর্চ্ছা) যে রতির আত্মা, যাহা স্বভাবতঃই উপস্থিত হয় শ্রবণাদির অপেক্ষা করে না, যে রতির গন্ধ মাত্রে কুলধর্ম্ম ধৈর্য্য লজ্জাদির স্বভাবতঃই বিস্মৃতি ঘটে, যাহা সান্দ্রতম অর্থাৎ ভাবান্তর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভেদ্য তাহারই নাম 'সমর্থারতি'। সাধারণী আত্মসুখ হিতেচ্ছা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধা, সমঞ্জসা কখনও কখনও বিদ্ধা হয় এই জন্য উভয় রতি আত্মসুখ গন্ধ যুক্ত, কিন্তু সমর্থা রতির সামর্থ্য এই রূপ যে, আত্মসুখেচ্ছা কখনই ইহাকে বিদ্ধ এমন কি স্পর্শ করিতেও পারে না। এই রতিকে সমর্থা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা স্বীয় রমণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে বশীকরণে সমর্থা, ব্রজসুন্দরীগণের কুলধর্ম্ম লজ্জাদির বিস্মৃতি করণে সমর্থা, ইহা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা মাধুর্য্যের সমগ্রভাবে আস্বাদন দানে সমর্থা, স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন দানে শ্রীকৃষ্ণেরও চমৎকা-রাতিশয় সম্পাদনে সমর্থা। এই সমর্থা রতিই মহাভাব কক্ষায় উন্নীত হইতে পারে। এই জন্য প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের সমধিক বশীভূত হইয়া থাকেন। তাই সমঞ্জসা রতিমতী শ্রীসত্যভামা দেবী শ্রীগোপিকাগণের প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা শ্রবণে মানিনী হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তোমাদিগকে সকলকে ত্যাগ করিলে যদি তাঁহারা কেহ সুখী হন, তবে আমি এখনই তোমাদের ত্যাগ করিতে পারি।)

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—ব্রহ্মা যে আমার স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন, "হে কৃষ্ণ ! তুমি পরমেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসীগণের প্রত্যুপকারে অসমর্থ" উহা কখনই মিথ্যা নহে; উহা প্রামাণিক সত্য কারণ ব্রজবাসীগণের নিকট আমি মহা-ঋণী। যদি বল, আপনি ব্রজে গিয়া বাস করিলেই ত তাঁহাদের ঋণ শোধ ও সন্তোষ সাধন হইতে পারে, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে আমি যদিও ব্রজেগমন করি বা তথায় গিয়া বাস করি তথাপি তাঁহাদের স্বাস্থ্য লাভ বা মদ্বিয়োগ জনিত দুঃখের উপশম হইবে কিনা, তাহাও আমি বিচার করিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ আমার বিচ্ছেদ চিন্তায় তাঁহারা সর্ব্বদা আকুলিত বলিয়া তাঁহাদের হর্ষের নিমিত্ত আমি তথায় গিয়া যদি মধুর বিহারও করি তবু তাহা তাহাদের দুঃখকে অধিকতর বর্দ্ধিতই করিয়া দিবে। অর্থাৎ নিরন্তর আমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ ব্রজবাসীগণকে সহসা মিলন রূপ শৈত্য প্রদান করিলে তাহাদের তাপ শান্তির বিনিময়ে শত গুণে তাহা বর্দ্ধিতই হইবে। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির যেমন অগ্নিতেই উপকার হয়, তদ্রূপ আমার প্রবল বিরহাগ্নিতে দগ্ধ ব্রজবাসীগণকে বিরহ দিয়াই তাঁহাদের দুঃখের কথঞ্চিৎ প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া

থাকি, ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখি না। যদি বল, তাদৃশ মহাপ্রেমিকগণকে ত্যাগ করিয়া আপনি এরূপ বিরহ জ্বালা প্রদান করিলেন কেন? তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহারা আমার দর্শনেও কোন বিচিত্র প্রগাঢ় ভাবের উদয়ে বিকল ও মোহিত হইয়া দেহ দৈহিকাদি সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া থাকেন। অতএব আমার প্রতি পরমাবেশে তাঁহাদের বাহ্যানুসন্ধান না থাকায় কি বিরহে কি মিলনে সর্ব্বদাই আমি তাঁহাদের বহিঃস্বাস্থ্য সম্পাদনে অসমর্থ। অর্থাৎ আমার মিলনেও ভাবী বিরহের আশঙ্কায় নিরন্তর তাঁহাদের চিত্তে এক অভাবনীয় জ্বালার ভোগ হইয়া থাকে।*

আবার আমি তাঁহাদের অদৃশ্য হইলে তাঁহারা কখনও প্রদীপ্ত বিরহানলে বিকল, কদাচিৎ মৃতবৎ হয়েন, কখনও উন্মাদ গ্রস্থ হইয়া বিবিধ মধুরভাব আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমার বর্ণসাম্যে তিমির পুঞ্জ তমালাদি দর্শনে আমার স্বরূপ বুদ্ধিতে তাহাকেই চুম্বন আলিঙ্গনাদি করিয়া থাকেন।

---

* বিরহই ব্রজবাসীগণের প্রেমকে এত উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণ বিরহ জনিত প্রেম বিশেষের পরম মহত্ত্ব এবং স্বাদুতা ব্রজবাসীগণই আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবৎ বিরহ প্রেম হইতেই জাত বলিয়া বিরহের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন অন্তর্নিহিত আছে। যদিও সমস্ত ভক্তেরই ভগবৎ প্রাপ্তির অভাবে বিরহ দশা উপস্থিত হয়, তথাপি অন্যান্য ভক্তে তাদৃশ প্রেমের অভাব বশতঃ ব্রজবাসীগণের ন্যায় বিরহার্ত্তি সম্যক উদিত হয় না বলিয়া তাদৃশ মহাসুখ বিশেষ লাভ হয় না।

এ সকল বিষয় আমি এখানে কাহাকে বলিব। অর্থাৎ ঈদৃশ আবেশময় ভাব অনুভব করিবার মত উপযোগীতা দ্বারকার পরিকরগণের প্রেমের মধ্যে নাই। অতএব আমার ব্রজে বাস করা বা না করা উভয়েই সমান মনে করিয়া সেই স্থানে গমন করি না। তবে তোমাদিগকে যে বিবাহ করিয়াছি তাহার কারণ শ্রবণ কর। অয়ি মানিনি! পূর্ব্বে মথুরা পুরে বাসকালে গোপীগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিলনা, পরন্তু শ্রীরুক্মিণী দেবী আমায় না পাইলে প্রাণ ত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়া ছিলেন বলিয়া আমার নিকট এক আর্ত্তি সূচক বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং তৎ প্রেরিত পত্রবাহকের মুখেও তাঁহার আর্ত্তির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীরুক্মিণীকে হরণ করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শ্রীরুক্মিণীকে দর্শন করিয়া আমার সেই গোপীগণের স্মৃতি মহাশোকার্ত্তি জনক হইয়াছিল বলিয়া আমি অত্যন্তব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঐ শোকার্ত্তি কথঞ্চিৎ সুস্থ করিবার জন্য আমার প্রাপ্তি কামনায় কাত্যায়ণী ব্রতপরা ব্রজের ষোড়শ সহস্র একশত গোপ কুমারীর সহিত তোমাদের সংখ্যা সাদৃশ্য দেখিয়া তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি।

আমি ব্রজে বাস কালীন মহামোহন ব্রজবাসীগণের সঙ্গে বিচিত্র মনোজ্ঞ বিহার রূপ আনন্দামৃত সিন্ধুতে নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া রাত্রি দিন জানিতে পারি নাই। ব্রজবাসীগণের কথা দূরে থাকুক, ঐ সময় আমার অপূর্ব্ব রূপ, বেশ ও বংশীরবামৃত

দ্বারা বিশ্বচরাচরই প্রেমভরে সম্মোহিত হইয়া ছিল। অধুনা সেই আমিই আছি, কিন্তু এখন আমি স্বজ্ঞাতি যাদব-গণকেও সেই ভাব প্রাপ্তি করাইতে পারি নাই। হে মানিনি! এক্ষণে বংশীরবে তোমার ন্যায় মানিনীর মান ভঞ্জন করার প্রয়াস আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে বলিয়া লজ্জা বশতঃ প্রিয় মুরলীকেও পরিত্যাগ করিয়াছি। (সত্যভামার মান সহজ সাধ্য বলিয়া মান-ভঞ্জনে বংশীর প্রয়োজন নাই। কারণ ভগবচ্চিত্ত প্রতিকূল মানে মহিষীগণের আগ্রহ হয়না। অতএব সেই মান ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় প্রগাঢ় নহে।

"ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান।" (চৈঃ চঃ)

বিশেষতঃ এখানে কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর, আর মুরলী গোপ ক্রীড়নক সুতরাং রাজরাজেশ্বরের পক্ষে মুরলী দ্বারা মহিষীর মান ভঞ্জন লোক লজ্জাকর। বস্তুতঃ তাঁহার মুরলী মাধুরী ব্রজেরই অনন্য সাধারণ সম্পদ বলিয়া এখানে মুরলী ত্যাগ করিয়াছেন। কেননা যথাস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমার আবির্ভাব হইয়া থাকে।)

ওহো কি দুঃখ! আমি ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলাম এবং যেরূপ আনন্দে বাস করিয়াছিলাম, এখানে সেইরূপ লীলা করা দূরে থাকুক, তাহা বর্ণনা করিতেও আমি অসমর্থ। সেই ব্রজবাসীগণের ন্যায় আমার প্রিয় এক শ্রীবাদরায়নি (শুকদেব) আছেন, তিনিই তাদৃশ মহাপ্রেমভরে মৎ কর্ত্তৃক রক্ষিত, নিজের তুল্য, প্রিয় শিষ্যবর, শ্রীপরীক্ষিৎকে পরম

গুহ্য এই ব্রজলীলার কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণ করাইবেন। বস্তুতঃ এই প্রকার রসিক বক্তা ও শ্রোতার প্রভাবেই এই নিগূঢ় ব্রজ-লীলারস কলিকালেও কোথাও কোথাও সঞ্চারিত হইবে।*

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন মাতঃ ! শ্রীভগবান এতাদৃশ ব্রজ ভাগ্য বৈভব সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার সেইরূপ ভাবাবিষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে উক্তকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মন্ত্রীবর শ্রীউদ্ধব মহিষীবৃন্দকে সঙ্কেত দ্বারা প্রভুর সম্মুখে প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত মাতা দেবকী ও রোহিণী দেবীকে অন্নপানাদির সহিত তথায় প্রবেশ করাইলেন। অতঃপর শ্রীবলদেবের দ্বারা তাঁহাকে দ্বার দেশে অবস্থিত শ্রীনারদের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করাইলেন।

শ্রীভগবান তখন ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—আজ শ্রীনারদ পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আগমন করিতেছেন না কেন ? আজ তাঁহাকে দ্বার দেশে কে নিরোধ করিল ? প্রত্যুত্তরে শ্রীউদ্ধব ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, প্রভো ! তাঁহার নিজের লজ্জা ও ভয়ই তাঁহাকে নিরোধ করিয়াছে। তখন শ্রীভগবান স্বয়ং

---

* দুস্তর্ক্য শ্রীকৃষ্ণ লীলারই এইরূপ অচিন্ত্য প্রভাব। বিশেষতঃ ব্রজলীলার প্রভাব সর্ব্বাধিক, যেহেতু ব্রজবাসীগণের প্রেমমাধুর্য্যের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক লীলা মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। তিনি স্বয়ং ব্রজলীলা বর্ণন করিতে গেলেও ব্রজপ্রেমের স্মৃতি বশতঃ মুহ্যমান হইয়া পড়েন, বর্ণন করা আর হয় না। কিন্তু মাধুর্য্যোপাসক ভক্তের হৃদয়ে শ্রীলীলা স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

উঠিয়া শ্রীনারদকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—হে সুহৃত্তম নারদ! আপনি আমার প্রীতি সম্পাদনে ব্যগ্র, অতএব হে রসিকোত্তম! আজ আপনি আমার অশেষ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন।

হে দেবর্ষে! প্রিয়জনের স্মৃতিতে যদিও প্রথমতঃ বিরহ দাবানল হইতে অন্তরে তীব্র সন্তাপ জন্মে এবং তাহা হইতে অসীম দুঃখ ও শোকের প্রাদুর্ভাব হয়, তথাপি সেই দুঃখ পরিণামে পরম সুখ স্বরূপ বলিয়া মিলনানন্দ হইতেও প্রশংসনীয় কোন এক অনির্ব্বচনীয় প্রমোদরাশীর স্ফূর্ত্তি করাইয়া দেয়। অর্থাৎ ঐ দুঃখ প্রেম হইতে সঞ্জাত বলিয়া বিরহ জনিত গাঢ় দুঃখের পরিপাক অবস্থায়ও প্রমোদরাশী উদিত হয়, ইহা একমাত্র রসিক জন বেদ্য। বিরহ জনিত শোক দুঃখ উপরমের পর চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া মিলনানন্দ সম্পন্নের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকে। এই প্রকারে অভীষ্ট বস্তুর নিরন্তর স্ফূর্ত্তি হেতু অন্তঃকরণ সর্ব্বদা পূর্ণতায় প্রসন্ন হয়। (ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভজনানন্দ অধিক, এবং ভজনানন্দ অপেক্ষাও প্রেমানন্দ অধিক আবার প্রেম হইতে জাত বিরহ শোকার্ত্তি মিলনানন্দ অপেক্ষাও প্রেমিকের চিত্তে কোন অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দের অনুভব করাইয়া থাকে।) এই নিমিত্ত বিরহ বিধুর চিত্ত মহা শোকার্ত্তি রোদনাদি রূপ ভাবের স্থায়িত্ব ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং বিরহ জন্য শোকাদি আর্ত্তিভাবের অভাব ঘটিলে চিত্তে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে! দুঃখ কেহই চায় না—

সকলেই সুখের প্রয়াসী, তাই আমার মন্তব্য এইযে, অগ্নি প্রতিযোগী বরফ খণ্ড স্পর্শে হস্ত পদাদি অঙ্গে মহাজাড্য উপস্থিত হইলে জলন্ত অঙ্গার স্পর্শবৎ প্রতীতি হয়, তথায় জলন্ত অঙ্গার স্পর্শ প্রতীতি যেমন মিথ্যা মহাজাড্যই সত্য ; তদ্রূপ তাদৃশ বিরহীর দুঃখ প্রতীতি মিথ্যা, সুখই সত্য জানিতে হইবে।* আবার যাঁহাদের মতে বিরহ দুঃখ রুচিকর হয় না, প্রিয়জনের স্মারক বলিয়া তাঁহারাও বিরহকে পরমোপকারী বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। যে কোন প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণ কার্য্যকে প্রেমিকগণের জীবন দান বলিয়াই জানিও। কারণ প্রাণাধিক জনের বিস্মৃতি মরণ হইতেও নিন্দনীয়। যদিও নিজ জীবন তুল্য প্রিয়জনের বিস্মরণ কদাপি সম্ভব হয় না, তথাপি কোনরূপে তাঁহার বিশেষ স্মৃতি হইলে উহা জীবন দানের ন্যায় অতিশয় আনন্দ প্রদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রেমের বিচিত্র পরিপাক ময় প্রক্রিয়া বিশেষের সহিত যে স্মৃতি, তাহা উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় আনন্দ দান করিয়া থাকে।

হে দেবর্ষে! অদ্য আপনি শ্রীগোপিকাগণের স্মরণ করাইয়া আমার পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব আমি আপনার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে আপনি স্বীয় অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুণ।

---

* কৃষ্ণ প্রেম পরম সুখ স্বরূপ বলিয়া প্রেম হইতে জাত বিরহ শোকার্ত্তিরই এতাদৃশ প্রভাব জানিতে হইবে। জাগতিক প্রাকৃত ভালবাসায় পরস্পরের বিরহ যথার্থই দুঃখময়।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন মাতঃ! এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি "জয় জয়" শব্দ উচ্চারণ করিয়া বীণা গীত সহকারে—হে গোকুল মহোৎসব! হে শ্রীযশোদানন্দন! হে গোপীজন মনোহর! প্রভৃতি ব্রজলীলা সমুদ্ভুত নাম সমুহ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন। মুনিবর স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধ তীর্থ হইতে দ্বারাবতী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া যে যে ভক্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়াও মুনিবর হর্ষ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মুখ হইতে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উদার চূড়ামণি শ্রীভগবানের নিকট নিজ হৃদ্য একটি পরমোৎকৃষ্ট বর প্রর্থনা করিলেন। শ্রীমুনি বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! আনন্দ স্বরূপ আপনার অনুগ্রহে, ভক্তিতে, ও প্রেমে যেন কখনও কাহারো তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রার্থিত বর।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে বিদগ্ধ চূড়ামণি নারদ! আপনি একি বর প্রার্থনা করিলেন? আমার কৃপার, ভক্তির ও প্রেমের এতাদৃশ স্বভাবত সকলেই বিদিত আছেন। ভক্তিতে কখনও কাহারো তৃপ্তি হয় না, ইহা ভক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অতএব আপনার প্রার্থিত বর ব্যর্থতায় পর্য্যবেসিত হইল। হে মুনে! আপনি প্রয়াগতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আগমন করিয়া যে যে ভক্তের বিষয় শ্রবণ করিলেন ও যাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন, তাঁহারা সকলেই আমার কৃপাপাত্র বলিয়া সর্ব্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং

সকলেই জগতের নিস্তার কারক হইয়াছেন ; যদিও প্রেমের জাতি ও তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য আছে, কিন্তু একজনও কোন প্রকারে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। অর্থাৎ প্রয়াগতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত যে যে ভক্তের সহিত আপনি সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই বিচারানুসারে পরম ভগবতী শ্রীরাধিকা ও ব্রজগোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তত্ত্বে পর্য্যবসিত হইতেছেন, এই প্রকার তারতম্য সত্ত্বেও স্ব স্ব রস-জাতীয় সুখের পরাকাষ্ঠা সম্পত্তিতে তাঁহাদের সকলেরই পূর্ণতা সিদ্ধ হইতেছে ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রেমভক্তিতে পরিতৃপ্ত হন নাই। অতএব আপনি আমার নিকট হইতে অপর কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন মাতঃ! শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে বদান্য শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভিক্ষার ন্যায় দুইটি উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীনারদ বলিলেন হে স্বদানেও অতৃপ্ত ভগবান! ইদানীং আমার সকল শ্রম সফল হইল ; কারণ আমি আপনার মহা করুণার পাত্র সকলকে বিশেষ রূপে জানিয়াছি। অর্থাৎ পরম ভগবতী শ্রীগোপীগণই যে আপনার করুণাসার বা চরম সীমা প্রাপ্ত কৃপারপাত্র, তাহা আমি সম্প্রতি অনুভব করিয়াছি। ইহাই আমার উত্তম বরলাভ এবং ইহাই আমার পক্ষে আপনার উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া বোধ হইতেছে। যদিও এই

প্রকারে আমার বরলাভ হইয়াই গিয়াছে, তথাপি আমার হৃদয় মধ্যে চির কালের হার্দ্দ কিঞ্চিৎ কামনা রহিয়াছে; অধুনা তাহাই প্রার্থনা করিতেছি। হে উদার শেখর! আপনার অদেয় কিছুই নাই অতএব আপনি অবশ্যই আমার সে বাসনা পূর্ণ করিবেন। হে ব্রজজনের প্রেমরূপ সরোবরে সঞ্চরণ শীল রাজহংস! শ্রীগোকুল রূপ ক্ষীর সাগর হইতে উত্থিত পরম অনির্ব্বচনীয় গোপবেশ ও লীলাদির দ্বারা প্রকাশিত মধুর হইতেও সুমধুর আপনার সর্ব্ব শোভাযুক্ত নামামৃত আমি যেন অবিরত পান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত লোককে আনন্দিত করতঃ জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করি, ইহাই আমার প্রথম বর। আমার দ্বিতীয় বর এইযে, যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস সহকারে আপনার ব্রজলীলা বাক্য দ্বারা বর্ণন করেন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন, অথবা যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আপনার সেই ক্রীড়া একবারও হৃদয়ে ধারণ করেন বা আপনার ক্রীড়াভূমি স্পর্শ করেন; অর্থাৎ যিনি লীলাস্থান মাহাত্ম্যে বিশ্বস্ত হইয়া বাক্য দ্বারা, নেত্র দ্বারা, কর্ণ দ্বারা বা অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা এক বারও আপনার স্মারক শ্রীবৃন্দাবনাদি ক্রীড়াভূমি স্পর্শ করেন (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা ক্রীড়া স্পর্শ বলিতে সেই সেই ক্রীড়া বিজ্ঞাপক শ্রীভাগবত মহাপুরাণাদি স্পর্শ, আর বাক্য দ্বারা স্পর্শ বলিতে ব্রজভূমি সম্বন্ধিনী মহিমা কীর্ত্তন, অঙ্গদ্বারা ক্রীড়া ভূমি স্পর্শ বলিতে ব্রজের রজে অঙ্গ সংস্পর্শ বুঝাইতেছে) তিনি শ্রীরাধিকাদি গোপী কুচকলস রূপ

মঙ্গল ঘটের কুঙ্কুম দ্বারা বিলসিত বা শোভমান* তদীয় পাদ-পদ্ম যুগলে নিত্য প্রেমভক্তি লাভ করুন।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন মাতঃ! শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগোপীনাথ আদরের সহিত শ্রীকরকমল প্রসারিত করিয়া "তাহাই হউক" এই কথা বলিলেন। অনন্তর শ্রীনারদ পরমানন্দ সিন্ধুতে মগ্ন হইয়া বার বার নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় আনন্দিত করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীনারদ বিবিধ পেয় ও পরমান্ন প্রভৃতি ভোজন করিলেন; ভোজন কালে শ্রীরুক্মিণী দেবী পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং মাতা দেবকী ও রোহিণী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীউদ্ধব ভোজন দ্রব্য সমূহ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ "ইহা খাও নাই" ইহা তোমার প্রিয়, ইহা খাও" ইত্যাদি প্রকারে দ্রব্য ভোজন সকল স্মরণ করাইতে লাগিলেন। শ্রীসত্যভামা দেবী বীজন করিতে লাগিলেন এবং জাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ সময়োচিত চেষ্টা দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন। এই প্রকার ভোজনের পর আচমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুনিবরের গাত্রে গন্ধ দ্রব্য লেপনও মাল্যাদি বহুবিধ অলংকার দ্বারা বিভূষিত করিয়া পূজা করি-

---

* গোপী কুচ কলস রূপ মঙ্গল ঘটের কুঙ্কুম দ্বারা বিলসিত বা শোভমান পাদপদ্ম বলাতে "শ্রীগোপী-প্রেমানুসারী সর্ব্বোত্তম জাতীয়া প্রেমভক্তি লাভ করুন" এইরূপ পরম দুর্ল্লভ বরই প্রার্থনা করিলেন বুঝিতে হইবে।

লেন। অনন্তর ভক্তি লম্পট শ্রীনারদ, শ্রীমাধবের অনুজ্ঞা লইয়া প্রয়াগে তাঁহার অপেক্ষায় অবস্থিত মুনিগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যে ভক্তি মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন, বীণা যোগে তাহাই গান করিতে করিতে তথায় গমন করিলেন। সেই সারগ্রাহী মুনিগণও শ্রীনারদের শ্রীমুখ হইতে মহাদ্ভুত ভক্তি মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম জ্ঞানাদি সাধন সম্যক্ রূপে পরিত্যাগ করতঃ শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে পরমদৈন্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীমন্মদন গোপাল দেবের চরণ যুগল উপাসনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন হে মাতঃ! আপনিও গোপীগণের দাস্য কামনা করিয়া সেই প্রেমমোহিতা শ্রীগোপীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাসরস সাগর গোপকিশোরকে তাদৃশ প্রেম ভক্তির সহিত তাঁহার নামকীর্ত্তন পরায়ণা হইয়া নিত্যই ভজন করুন। মক্ষিকা যেমন নিজমুখে সুমেরু পর্ব্বতকে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও সেই সকল গোপীদিগের মধ্যে একজনেরও মহিমা বর্ণন করিতে পারি না। অহো! আমার গুরুদেব শ্রীপাদ বাদরায়নি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী প্রভৃতির নাম সকল সদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কখনও শ্রীব্রজগোপীগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। কারণ অতি বিস্তৃত সর্ব্ববিলক্ষণ পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রেমরূপ অনল শিখার তাপে নিরন্তর দগ্ধ গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের বিশেষ স্মৃতি হেতু তাঁহাদের হৃদয়স্থ তীক্ষ্ণ প্রেমানল

হইতে উত্থিত শিখাগ্র কণিকার (স্ফুলিঙ্গের) স্পর্শ মাত্রই তিনি বিকলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাই গোপীগণের নাম কীর্ত্তনে সমর্থ হন নাই। পরন্তু শ্রীগোপীগণের কথা না বলিলে শ্রীভাগবত কথনের কোন সার্থকতাই থাকে না বলিয়া শ্রীরাসাদি লীলায় অতি সাবধানে সামান্যতঃ তাঁহাদের ভাব পরিপাটী বর্ণনের মধ্যে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র।

হে মাতঃ! আপনি যদি সেই বল্লবীগণের সহিত রাসক্রীড়াদি সঙ্গত শ্রীবল্লবীনাথকে প্রেম সহকারে ভজন করেন, তবে তাঁহাদিগের প্রসাদে আপনিও গোপীগণের মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন। মাতঃ! যিনি এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন বা যে কোন প্রকারে আশ্রয় করিবেন, তিনিও সত্বর শ্রীগোপীগণের চরণে তাঁহাদের আনুগত্যময়ী প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীজৈমিনী মুনি মহারাজ জনমেজয়ের নিকট এই অপূর্ব্ব পরীক্ষিৎ-উত্তরা সংবাদ রূপ মহদাখ্যান কীর্ত্তন করিলে শ্রীভাগবতের পরমসার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীজনমেজয় পরমানন্দ লাভ করিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজানন্দঘেরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র-মন্দির হইতে সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব প্রকাশিত গ্রন্থ ও চিত্রাবলী।

(ক) গ্রন্থাবলী

১। শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ ২। শ্রীহরিভক্তলক্ষণ ৩। ভক্তিমন্দিরে প্রবেশ দ্বার ৪। যুক্তবৈরাগ্যপ্রদীপ ৫। সাধনামৃত চন্দ্রিকা ৬। সচিত্র ভব-কূপে জীবের গতি ৭। ভক্তিকল্পলতা ১ম ২য় ও ৩য় স্তবক। ৮। ভক্তিরস প্রসঙ্গ (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই স্থায়ীভাব রতির স্ব স্ব ভাবোচিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী রসসামগ্রী সহযোগে রসতাপ্রাপ্তি)। ৯। মঞ্জরীস্বরূপ নিরূপণ (মধুরারতির অপর পর্য্যায় মঞ্জরীভাব বা ভাবোল্লাসা-রতির বিভাবাদি রসসামগ্রী সহযোগে রসতাপ্রাপ্তি, ইহা অভিনব এবং অপূর্ব্বরসগ্রন্থ ২য় সং) ১০। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বামৃত। ১১। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন স্মরণপদ্ধতি। ১২। পরতত্ত্বসান্মুখ্য ১৩। মঞ্জরী ভাবসাধন পদ্ধতি ১৪। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম (চক্রবর্ত্তী পাদকৃত মূল টীকা বঙ্গানুবাদসহ)। ১৫। শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (মর্ম্মানুবাদ)।

(খ) চিত্রে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

বৈষ্ণবদর্শন চিত্রবাণী—

১। চিৎ ও জড়জগতের সংস্থিতি। সৃষ্টি রহস্যে শ্রীভগবানের পুরুষাবতার ১ম ২য় ও ৩য় পুরুষের কার্য্য প্রদর্শন।

২। সাধন ভেদে সিদ্ধিভেদ। চিৎ ও জড়জগতের প্রদর্শনী বিশেষ। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্তগণের সাধন তারতম্য প্রদর্শন।

৩। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিত্রয় সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গাস্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অনন্ত বৈভব বিচিত্রী প্রদর্শন ।

৪। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের পরিপক্কভাব বা স্থায়ীভাব প্রাপ্তির সাধন-প্রদর্শন ।

(গ) ঐতিহ্য সম্বলিত আলেখ্য বা চিত্রাবলী—

১। ভগবৎবৈমুখ্য বশতঃ বদ্ধজীবের ভবকূপে পতিত অব

২। ভগবৎ উন্মুখ মহদাশ্রিত জীবের ভবকূপ হইতে উত্ত

ন্মুখ

৩। ঝারিখণ্ডপথে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা

(শ্রীচৈঃ চঃ ২।১

৪। শ্রীজগন্নাথ রথাগ্রে সংকীর্ত্তনরসে শ্রীরাধাভাবোন্মত্ত

গৌরসুন্দর (ঐ ২।

৫। শ্রীপাদ রূপ, সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়।

৬। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সমীপে ছদ্মবেশে দুগ্ধভাণ্ড

শ্রীশ্রীরাধারাণীর আ

৭। শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধাদাস্যৈক জীবাতু শ্রীপাদ

দাস গো

৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনাবিষ্ট শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস

গো

৯। শ্রীগোবিন্দকুণ্ডতটে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী সমী

বেশে শ্র

১০। শ্রীশ্রীনন্দীশ্বরে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী সমী

ভাণ্ড হস্তে ছদ্মবেশে শ্রী

১১। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সাক্ষাৎ চিন্ময়তনুদৃষ্টে অধি

প্রাচী

১২। সংসার সিন্ধুতে নিমজ্জিত জীবের দুর্দ্দশা।